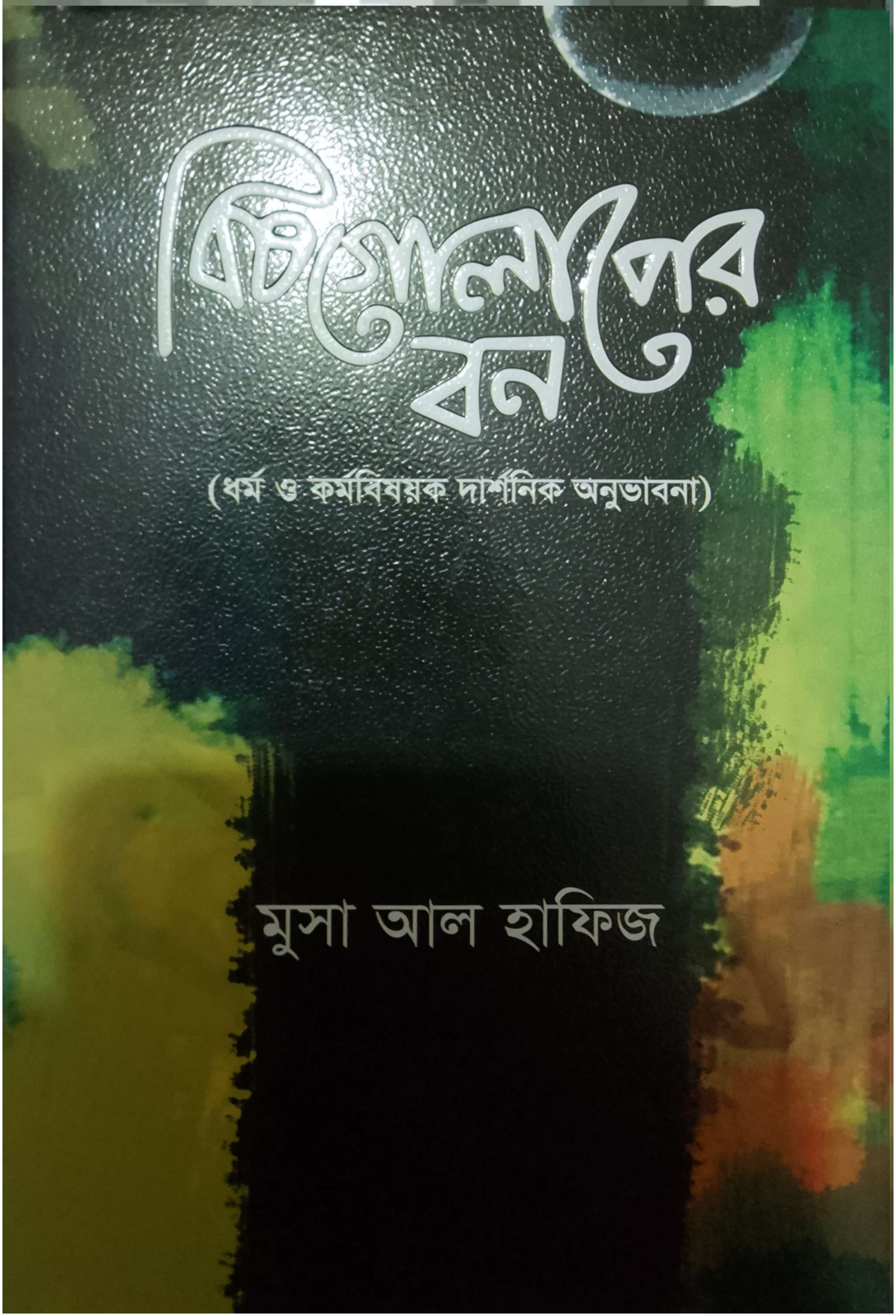


CamScanner

ভূমিকা

'বিষগোলাপের বন' নামপদের মধ্যে এক ধরনের আলো-আঁধারের লুকোচুরি কিংবা গভীর দর্শনতত্ত্বের গন্ধ পাওয়া যায়। বইটিতে রয়েছে বিচিত্র অনুচিন্তন (Reflection)। এর সাথে রয়েছে জ্ঞান, সংবেদন ও দর্শনের নিবিড় সংযোগ।

বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে আমাদের যেতে হবে ইংরেজ দার্শনিক জন লক (১৬৩২-১৭০৪)-এর কাছে। বিখ্যাত *Eassy Concerning Human Understanding* (১৬৯০) গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন—বিচিত্র অনুভাবসমূহ কীভাবে মৌলিক ধারণা তৈরি করে। যেভাবে শ্বেতত্ব, মিষ্টতা, কাঠিন্য ইত্যাদি মৌলিক ধারণার সমবায়ে আমরা চিনির ধারণা লাভ করি, তেমনি বহুমাত্রিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংবেদন ও অন্তরদর্শনের মাধ্যমে আমরা জ্ঞান ও নবচিন্তায় উদ্ভাসিত হই। 'বিষগোলাপের বন' মূলত এক উদ্ভাসন প্রচেষ্টা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংবেদন ও অন্তরদর্শনের সমন্বয়ে বইটি বৃহৎ লক্ষ্য পূরণ করে।

জন লক মনে করতেন—শব্দ, গন্ধ, স্বাদ প্রভৃতি গুণের অধিষ্ঠান বস্তুতে নয়; মনে। ইন্দ্রিয় ও মনের সাথে সম্পর্কিত থাকে একটি বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ। ফলে ইন্দ্রিয় ও মনের জাগরণ দার্শনিক সত্তার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমরা তো এমন পদক্ষেপের ধারাবাহিকতায় মনন ও সৃজনশীলতার অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করি।

এই যাত্রাপথের কিছু অনুচিত্র দেখা যাবে *বিষগোলাপের বন* গ্রন্থে। বইটিতে আছে বন্য ফুলের স্বাদ ও চরিত্র। এ ধরনের চরিত্রে হতবাক হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা, কবি মুসা আল হাফিজ মানেই

CamScanner

একটু ব্যতিক্রমী ঢেউ, ভিন্নতার স্বাদ কিংবা টক-ঝাল-মিষ্টির একটা রাহসিক অনুভূতির উন্মীলন। কবিতা, গদ্য, প্রবন্ধসহ শিল্প-সাহিত্যের সকল শাখাতেই তার এ ধরনের প্রকাশ নিয়মতান্ত্রিক হয়ে গেছে। তার চিন্তানিসৃত সাহিত্যের সকল শাখার মজা এখানেই।

'তিরন্দাজ সংলাপ' দিয়েই বিষগোলাপের বনে যাত্রা শুরু করেছেন কবি মুসা আল হাফিজ। যাত্রাপথে একজন তিরন্দাজের গতিবিধি দেখে চমকে উঠতেই পারেন। সংলাপের শব্দে চোখ রেখেই হঠাৎ কেউ ভাবতে পারেন—কোনো এক ক্লাসের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য হয়তো নৈর্ব্যক্তিক গাইড লেখা হয়েছে। অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের সল্যুশন ব্যাংক। এক-দুই নম্বরের জন্য ছোটো ছোটো প্রশ্ন এবং উত্তর দিয়ে সাজানো হয়েছে বইটি। বোদ্ধা পাঠকের কেউ কেউ অবহেলায় এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখাতেই পারেন। সাধারণ পাঠক ভাববেন, এটা আবার কেমন সাহিত্য! একজন কবি শেষমেষ গাইড বইয়ের লেখক? এই বয়সে আমি গাইড বই দিয়ে আবার কী করব? দ্রুত এড়িয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। এমন ভেবে কেউ কেউ সটকে পড়ার উদ্যোগ নিতেই পারেন।

হ্যাঁ। তিরন্দাজ সংলাপের প্রশ্নোত্তরগুলো অবশ্যই গাইড বইয়ের মতো। তবে প্রচলিত একাডেমিক কোনো পরীক্ষার জন্য নয়; এ পরীক্ষা জীবনের, চিন্তার, জীবনবোধের। প্রতিটি প্রশ্নের আড়ালে যেমন রহস্যের চন্দ্রবিন্দু খেলা করছে, তেমনি অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে জীবন-দর্শনের এক কাব্যময় আকাশ। দেখা-অদেখার কাব্যদর্শনে কবির প্রশ্ন : 'চারপাশে যা কিছু দেখি, তা আসলে কী?' সংক্ষিপ্ত উত্তরে আকাশে অবগাহন : 'যা কিছু দেখি, তা আসলে দলিল এমন কিছুর—যাকে আমরা দেখি না!' জুলুম চিত্রিত প্রশ্নে তিনি যখন বলেন—'ফুলের প্রতি অবিচার কখন করা হয়?'

CamScanner

অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরে বিশাল সামুদ্রদর্শন : 'যখন তাকে পাতা বা ডালের মতো ওজন করা হয়!' এখানেও ঠিক সেই কথাই প্রযোজ্য। একাডেমিক গাইড বইয়ের সাথে নক্ষত্রচূর্ণকে তুলনা করলে ঠিক এমনই হবে।

'তিরন্দাজ সংলাপ' অধ্যায়ে ৪২টি শিরোনামে বিন্যস্ত বিচিত্র প্রশ্নোত্তরের মধ্যে এ সত্য প্রকাশিত। যেমন : অনন্যতা শিরোনামে প্রশ্ন করা হয়েছে—'অসাধারণ জীবন কোথায়?' কবি উত্তর দিয়েছেন—'সাধারণ জীবনযাপনে।' 'বিনিময়' শিরোনামে প্রশ্ন : 'ঐতিহ্যের অঙ্গীকার কী?' উত্তরে কবি বলেছেন—'তাকে রক্ষা করলে সে আমাদের রক্ষা করবে।'

'অনুভবের লতাতন্তু'কে গ্রন্থটির দ্বিতীয় অধ্যায় বলতে পারি। ৪৯টি শিরোনামে বিভক্ত অনুভাব। কোনো প্রশ্ন নেই এখানে। সাজানো প্রশ্ন ছাড়াই আছে কিছু উত্তর। যদিও প্রশ্ন আছে, তবে সেটা উত্তরের জন্যই। অনুগল্প, বাণী চিরন্তন, কাব্যচোখ, দার্শনিক প্রবাদ যেমন আছে, তেমনি তীব্র বিদ্রুপ (Sarcasm)-এর সাথে জ্ঞান বিতরণের কৌতুকও খুঁজে পাবেন এখানে। 'জলাশয়টি যখন তোমার কাছে পৃথিবী, তখন বোঝা উচিত, তুমি যাপন করছ ঢোঁড়া সাপের জীবন!' কিংবা 'মাছেরা জানে, কার অবস্থান কোথায় থাকা উচিত। নদীর মাছ সাধারণত সাগরে যায় না। সাগরের মাছ সাধারণত নদীতে আসে না। তারা জানে, নিজেদের সামুদ্রিক বা মিঠা পানির বৈশিষ্ট্য হারালে নিজেরা আর বাঁচবে না!' এমন অতিসামান্য সাধারণ বিষয়গুলো আপনার উপলব্ধির মৃত্তিকায় রসবোধ জাগাতে পারে কিংবা ঠাসা জঙ্গলে ছড়িয়ে দেবে সুগন্ধি হাওয়া।

সামান্য পাঠেই আমি ব্যক্তিগতভাবে সে হাওয়ায় দুলে উঠেছি। আপনিও দুলে উঠবেন সাগর পাড়ের বিশুদ্ধ স্নিগ্ধতায়। কারণ, কবি আপনাকে শোনাবেন নতুন পরিসরের কথা—'যারা কবিতায় চলাফেরা করে, তারা সীমিত পরিসরে চলাফেরা করতে পারে না।'

CamScanner

কিংবা শোনাবেন গালগল্প। কবি জানান ভোগবাদের সাথে আলাপের জবানবন্দি। রাস্তায় দেখা হলো তার সাথে। সে বলল—'ভালো থাকুন।' আমি বললাম—'তুমি যেখানে আছো, সেখানে আমরা ভালো থাকি কী করে?'

এখানে ঝাঁঝালো স্যাটায়ার পাঠক লক্ষ করবেন। আবার অন্য রচনায় দেখা যাবে গম্ভীর ও গভীর জীবনবোধ। যেমন : 'কৃষকের বিজ্ঞপ্তি' শিরোনামে কবি লিখেন—'যখন আমাকে তোমাদের মাঝে পাচ্ছো না, বুঝে নিয়ো চাষাবাদে আছি। যখন চাষিদের খেতে পাওয়া যাবে না, বুঝে নিয়ো আকাশের খেতে আছি। জমিনে আমাদের খেত আছে, আসমানেও। জমিনের খেতের ফসল মুখ দিয়ে খাই, আকাশের খেতের ফসল খাই হৃদয় দিয়ে!'

জবানবন্দি আর সাক্ষাৎকারের অদ্ভুত গাঁথুনিতে 'অস্তিত্বের বংশীধ্বনি' দিয়েই তৃতীয় পর্ব শুরু করেছেন কবি মুসা আল হাফিজ। ১৫টি পৃথক শিরোনামে সাজানো এ অধ্যায়। এতে সাক্ষাৎকারের ভেতরে ভেসে উঠেছে অনুগল্পের প্রতিচ্ছবি। অনুগল্পের আঙ্গিকটা কখনো গাল্পিক, কখনো-বা কাব্যিক। বাক্য কিংবা পঙ্‌ক্তিগুলো সরলতার প্রলেপে গভীর। কথার ভেতরে লুকিয়ে আছে হাজারো কথা, দার্শনিক কবিতার বুদ্ধিবৃত্তিক খেরোখাতা। বিশ্বাস আর চেতনামূলে অক্সিজেন পাঠানোর জন্য আগাছামুক্ত করার প্রয়াসে নিড়ানি দিতে চান হৃদয়—জমিনে। ঐতিহ্যের সিঁড়িতে নিজেকে উঠানামা করিয়েছেন মস্তিষ্কের মেদ কমানোর আশায়। মেদ কমাতে চেয়েছেন মানবচিন্তার, জাতীয় জীবনের, স্বদেশের; গোটা পৃথিবীর। সফলতার হাতছানিই দেখতে পেয়েছি আমি। হয়তো সকল পাঠকই পাবেন। নিজেকে মানিয়ে নেবেন দার্শনিক কাব্যধারায়। এ অধ্যায়ে বিভিন্ন পর্যায়ে পাঠকের সাক্ষাৎ হবে মহান চিন্তক ও দার্শনিকদের সাথে।

CamScanner

যাদের মধ্যে আছেন কবি, বিজ্ঞানী ওমর খৈয়াম (১০৪৮- ১১৩১), ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মাদ গাজ্জালি (১০৫৮-১১১১), আবুল কাশেম মাহমুদ ইবনে ওমর জমাখশারি (১০৭৫-১১৪৪), আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে রুশদ (১১২৬-১১৯৮), রেনে দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০), মীর্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯), অ্যাডওয়ার্ড ফিটসজেরাল্ড (১৮০৯-১৮৮৩), শিবলি নোমানি (১৮৫৭-১৯১৪), টমাস হার্ডি (১৮৪০-১৯২৮), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) প্রমুখ।

একটি রচনায় বিচিত্র কথোপকথন হয় হজরত শাহজাল (রহ.) (১২৭১-১৩৪৬)-এর সাথে। সাক্ষাৎকারের একটি নমুনা দেওয়া যেতে পারে। আট ভাগে বিভক্ত এই সাক্ষাৎকারের শুরুটা এ রকম—

'কোথায় আছেন?'

'বেদনায়!'

'কী নিয়ে আছেন?'

'বেদনা।'

'আপনার আনন্দ নেই?'

'আছে।'

'সেটা কী?'

'আমার বেদনা।'

'বস্তুবাদের প্রতি' শিরোনাম রচনায় কবি মুসা আল হাফিজের উচ্চারণ খুবই স্পর্ধিত। যেমন : তোমার পকেট থেকে বেরিয়ে এসেছে সেই মন, যার কাছে চিকিৎসা মানে পণ্য, গরিব মানে পোকামাকড়, বৃদ্ধ মানে লাশ, লাশ মানে শকুনের খাদ্য!

CamScanner

তোমার পকেট থেকে বেরিয়ে আসা সরকার মানে মারপিট, সেবা মানে ফাকিং, মন্ত্রী মানে বান্দর, হাসি মানে প্রতারণা, আর পররাষ্ট্রনীতি মানেই দুর্বলের দেশে গণহত্যা!

ঘটনার ভেতরেও ঘটনা থকে। সে ঘটনাগুলোর কোনোটা ঘটে, আবার কোনোটা ঘটে না। যেটা ঘটে না, কোনো কোনো চোখ সেটাকেই আগে দেখে। এ রকম চোখ যেমন বাংলাদেশের ঘরে-বাইরে, তেমনি বিশ্বের বৈশ্বিক আস্তরণের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে আছে। তবু তারাও দেখতে চায়, দেখতে চায় সাধারণ মানুষও। গ্রন্থের চতুর্থ পর্বটি ২২টি শিরোনাম দিয়ে সাজিয়েছেন কবি মুসা আল হাফিজ। ঘটনাগুলোর সাথে যুক্ত আছে বিভিন্ন জাতি ও ইতিহাসের নানা অধ্যায়। যুক্ত আছেন বহু ব্যক্তিত্ব। একেবারে সক্রেটিস (খ্রি.পূর্ব ৪৭০-৩৯৯), প্লেটো (খ্রি.পূর্ব, ৪২৭-৩৪৭), ডায়োজিনিস (খ্রিষ্টপূর্ব ৪১২-৩২২), আল বিরুনি (৯৭৩-১০৪৮), ইবনে হাইসাম (৯৬৫-১০৪০) থেকে নিয়ে রুডইয়ার্ড কিপলিং (১৮৬৫-১৯৩৬) ও ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) অবধি। রাজনীতি, সমাজ-সংস্কৃতি, সাহিত্য-দর্শন, এমনকী অর্থনীতির চাকাতেও তৃতীয় চোখের যোগসূত্র ঘটিয়ে রেখেছেন তিনি। সে চোখ যদি মানবতার প্রলেপে আমাদের রাঙিয়ে নেয়, তবেই তো সুখনিদ্রা। কবি এতে কতটা সফল, তা পাঠকই বিচার করুন।

সবশেষে 'বিষগোলাপের বন' আবিষ্কারের জন্য কামান দাগাতে দাগাতে এগিয়ে গেছেন কবি মুসা আল হাফিজ। কামানের গোলায় আছে উত্তপ্ত বারুদ। সে বারুদেও সবাইকে ঝলসাতে পারবে না জানি। কারণ, চামড়ার পার্থক্য এখন অনেক বেশি। মানবিক গতরে এখন সার্জারি চলছে অনবরত। মস্তিষ্কের নিউরনে এখন ছায়াপথ আর ব্লাকহোলের স্নায়ুযুদ্ধ। চোখে পড়ে না যুদ্ধের সাজসজ্জা, কানে বাজে না মানবিকতার কষ্ট-বিলাপ। বিশ্বায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তির ঘূর্ণিঝড়ে উড়ে যাচ্ছে কাব্যপৃষ্ঠা, দার্শনিক সবকের নান্দনিক বর্ণমালা। তবুও দুঃসাহসিক পথচলা।

CamScanner

হয়তো মিলবে সোনালি ভোরের সহাস্য সূর্য; তাইতো হৃদয়-মিনারে এই সাহসী আজান।

৯৫টি কথনে সজ্জিত এ অধ্যায়ে আছে নির্যাসধর্মী বচন। যেমন : আত্মপরিচয় সম্পর্কে কবির দার্শনিক অভিমত—'তুমি যদি নিজের মতো করে নিজের পরিচয় না লিখ, অন্য কেউ তার মতো করে তোমার পরিচয় লিখবে।' দর্শনের স্বরূপ সম্পর্কে কবির উক্তি—'সত্য একটি বাঘ হলে দর্শন সেই বাঘের থাবা।' ১৯৭১ সম্পর্কে তার উপলব্ধি হলো—'১৯৭১ গুরুত্বপূর্ণ। এর মানে হলো, আরও ১৯৭১ দরকার!' স্বাধীন চিন্তা সম্পর্কে তার মতামত— 'বিদ্রোহের বিস্ফোরক ছাড়া স্বাধীন চিন্তা অর্থহীন।'

ভূমিকা শেষ করতে চাই কবির বিশেষ এক আহ্বান দিয়ে। তিনি বলেছেন—'আসুন! সংক্ষিপ্ত হই! বিস্তারিত হওয়ার প্রয়োজনে।'

বিষগোলাপের বন বইটি ঠিকই সংক্ষিপ্ত। কিন্তু এর ভেতরে নিহিত আছে দর্শনচিন্তার ব্যাপক বিস্তারণ। বইটির প্রতিটি অধ্যায় কিংবা প্রতিটি পৃষ্ঠা পাঠে পাঠক বিরাম নিতে পারেন এবং গভীর ভাবনার জন্য নিতে পারেন অবসর।

দার্শনিক বোধকে জাগায় এবং ভাবনাকে রাঙায়—এমন বই বরাবরই বিরল। *বিষগোলাপের বন* সেই ধারার এক উজ্জ্বল সংযোজন।

আর কথা নয়। আসুন, বনের ভেতরে প্রবেশ করি!

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ
(শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক)
প্রফেসর
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

CamScanner

সূচিপত্র

তিরন্দাজ সংলাপ ১৭

অনুভবের লতাতন্তু ২৭

অস্তিত্বের বংশীধ্বনি ৩৯

ঘটনার ভেতরে ৫৯

বিষগোলাপের বন ৭৯

CamScanner

তিরন্দাজ সংলাপ

দেখা-অদেখা

প্রশ্ন : চারপাশে যা কিছু দেখি, তা আসলে কী?

উত্তর : যা কিছু দেখি, তা আসলে দলিল এমন কিছুর—যাকে আমরা দেখি না!

জুলুম

প্রশ্ন : ফুলের প্রতি অবিচার কখন করা হয়?

উত্তর : যখন তাকে পাতা বা ডালের মতো ওজন করা হয়!

অবস্থান

প্রশ্ন : জনপ্রিয় রচনা আসলে কী?

উত্তর : সাধারণ পড়ুয়াদের মন জোগানোর চেষ্টা। যা পাঠককে নিজের অবস্থানে রেখে তুষ্টি দেয়, নতুন অবস্থানের দিশা দেয় না।

স্বাধীন চিন্তা

প্রশ্ন : স্বাধীন চিন্তার বিপদ কী?

উত্তর : প্রথমে তাকে বিপদ ও পাগলামি মনে হয়!

CamScanner

প্রশ্ন : স্বাধীন চিন্তার শক্তি কী?

উত্তর : পরিণতিতে তাতে উত্তরণ ও সুস্থতা তালাশ করা হয়!

অধ্যবসায়

প্রশ্ন : মানুষের বোধের অগ্রগতি কীভাবে ঘটেছে?

উত্তর : যা প্রথমে অবোধ্য মনে হয়, তাকে ক্রমেই বোধের আওতায় নিয়ে আসার মধ্য দিয়ে!

যোগসূত্র

প্রশ্ন : ভাইরাস আর ভাইরালের মধ্যে সম্পর্ক কী?

উত্তর : একটি আরেকটির মা!

পরাজিত বিশ্বাসী

প্রশ্ন : বিশ্বাসীরা কীসের যোগ্য নয়?

উত্তর : পরাজয়ের!

প্রশ্ন : তাহলে তারা পরাজয়ে ডুবে আছে কেন?

উত্তর: বিশ্বাসের সত্যে তাদের কর্ম ও জীবন ডুবছে না!

অনন্যতা

প্রশ্ন : অসাধারণ জীবন কোথায়?

উত্তর : সাধারণ জীবনযাপনে!

ইয়েলো জার্নালিজম

প্রশ্ন : হলুদ মিডিয়া ও শিয়ালের মধ্যে মিল কোথায়?

উত্তর: সত্যকে ঢাকার প্রশ্নে সব হলুদ মিডিয়ার এক রা!

CamScanner

প্রবৃত্তির মুরিদ

প্রশ্ন করা হলো, আদর্শ পীর কে?

মতলবি মুরিদের মন বলল, যে পীরের পরিচয়ে নিজে বড়ো সাজা যায়!

ধর্মদোকান

প্রশ্ন করা হলো, আদর্শ মুরিদ কে?

মতলবি পীরের মন বলল, যে মুরিদ টাকাওয়ালা!

চ্যালেঞ্জ

সে বলল—অগ্রসর চন্তা আমার চাই।

বললাম—চারপাশের লোকেরা তোমাকে বুঝছে না, এমন দুর্বহ পরিস্থিতি সইতে পারবে?

বিনিময়

প্রশ্ন : ঐতিহ্যের অঙ্গীকার কী?

উত্তর : তাকে রক্ষা করলে সে আমাদের রক্ষা করবে!

আপেক্ষিক

প্রশ্ন : সাফল্যের দুর্বল দিক কী?

উত্তর : অনেক সাফল্য অনেক ব্যর্থতার সমান। কিন্তু কিছু সাফল্য এমন আছে—যা ব্যর্থতার চেয়েও ভয়ংকর!

আত্মবোধ

প্রশ্ন : সিংহের কখন মন খারাপ হয়?

উত্তর : যখন বাঘের বদলে বুনো কুকুর তাকে কামড়াতে আসে!

CamScanner

মূলধন

প্রশ্ন : কোন কবি মূলধন হারায়?

উত্তর : যে কবি শৈশব হারিয়ে ফেলে, সে মূলধন হারায়!

জন্ম-মৃত্যু

প্রশ্ন : চিন্তাবিদের আসল জন্ম কখন হয়?

উত্তর : চিন্তাবিদের প্রথাগত মৃত্যুর মধ্য দিয়ে!

কুৎসিত কলহ

প্রশ্ন : মুসলিমদের ভেতরগত বিরোধ কখন ইসলামি চরিত্র হারায়?

উত্তর : বিরোধটা যখন ভালো-মন্দের থাকে না; লড়াই হয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার।

মধ্যপ্রাচ্যের অসুখ

প্রশ্ন : ইহুদিবাদের জুতা বানিয়ে দেয় কে?

উত্তর : শিয়াবাদ!

প্রশ্ন : সেই জুতা মুছে দেওয়ার কাজ করে কে?

উত্তর : কিছু আরব রাজপরিবার!

প্রশ্ন : জুতার কারিগর আর জুতা মোছার কামলার মধ্যে ঝগড়া বাধায় কে?

উত্তর : ইহুদিবাদ!

প্রশ্ন : কেন সে আপন কামলাদের মধ্যে ঝগড়া বাধায়?

উত্তর : যাতে উভয়েই পরস্পরের বিরুদ্ধে শক্তিক্ষয় করে দুর্বল হয়, দুর্বল থাকে। উভয়েই যাতে তার কাছে বিচারপ্রার্থী হয় এবং এর বিচারে ওর আর ওর বিচারে এর কান মলে দেওয়া যায়!

CamScanner

প্রশ্ন : এতে তার কী লাভ?

উত্তর : কানমলা খেতে খেতে কামলা দাস হতে থাকে; দাসত্ব যায় স্থায়িত্বের দিকে। কানমলা দিতে দিতে মনিব প্রভু হতে থাকে; প্রভুত্ব যায় স্থায়িত্বের দিকে।

বিফলতার ভূমিকা

প্রশ্ন : চিন্তায় নৈরাজ্যের লক্ষণ কী?

উত্তর : ছোটো ঘটনায় বড়ো প্রতিক্রিয়া, বড়ো ঘটনায় ছোটো প্রতিক্রিয়া!

হুজুগ

প্রশ্ন : চিন্তায় নাবালকত্বের লক্ষণ কী?

উত্তর : দরকারি বিষয়ে দরকারি প্রতিক্রিয়া না থাকা এবং অদরকারি বা কম দরকারি বিষয়ে সর্বাত্মক প্রতিক্রিয়া!

আত্মঘাত

প্রশ্ন : চিন্তাশূন্যতার লক্ষণ কী?

উত্তর : যেটা ক্ষতি বা বিপর্যয় নিয়ে এলো, তাকেই ক্ষতি বা বিপর্যয়ের প্রতিকার মনে করা!

প্রতিক্রিয়াশীলতা

প্রশ্ন : চিন্তায় পরাজয়ের লক্ষণ কী?

উত্তর : ক্রিয়া হতে না যাওয়া এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আটকে থাকা।

করুণ সত্য

প্রশ্ন : প্রেমিকের পাগলামি কী?

উত্তর : জানের দুশমনকে সে 'জান' বলে চলে!

CamScanner

স্বস্তি

প্রশ্ন : দুর্নীতিবাজদের বিপদের সংবাদ শিরোনাম দেখে লোকেরা কেন এই করোনাকালেও হা হা রিঅ্যাক্ট দেয়?

উত্তর : তারা ভাবে, এ পরিস্থিতিতে এতে হাহা রিঅ্যাক্ট দিলে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যাবে!

বিতণ্ডা

প্রশ্ন : ধর্মতত্ত্বের নীতি এড়িয়ে ধর্মান্ধতা যেসব তর্ক নিয়ে লাঠালাঠি করে, সেগুলো আসলে কী?

উত্তর : সেগুলো হচ্ছে—এক পক্ষের দাবি, গরু খায় ঘাস। অপর পক্ষের দাবি, ঘাস খায় গরু! কেউ বলবেন—না, গরু আগে আসতে পারে না! কেউ বলবেন—সর্বনাশ! গরুর আগে ঘাস আসতে পারে না!

শিক্ষা

লোকেরা করোনা আক্রান্তদের ঘর থেকে বের করে দিচ্ছে। চিকিৎসা করছে না।

প্রশ্ন করা হলো, দুর্যোগেও মানুষ যদি এত নিষ্ঠুর হয়, তাহলে করোনা কী শেখাল?

বললাম—করোনা শিখিয়েছে, নিষ্ঠুরদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য করোনার মতো দুর্যোগও যথেষ্ট নয়!

সংকীর্ণ চোখে

প্রশ্ন করা হলো, যারা আল্লাহর ধর্মের বিশালতা বোঝে না, তাদের বেহেশত কেমন?

বললাম, তাদের বেহেশত খুবই ছোটো। এত ছোটো যে, সেখানে তাদের ছাড়া আর কারোই জায়গা থাকে না!

CamScanner

হিতে বিপরীত

প্রশ্ন করা হলো, পরাধীন মস্তিষ্কের জন্য মুক্তির প্রচেষ্টার বিপদ কী?

বললাম, মুক্তির প্রচেষ্টাকে হত্যার প্রচেষ্টা মনে করবে সে, যার জন্য আপনি মুক্তি চাইছেন!

দেখার চোখ

প্রশ্ন করা হলো, একজন তার প্রিয়দের চেহারা দেখে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে। তার সম্পর্কে কী বলবেন?

বললাম—অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে সে প্রিয়দের চেহারা দেখবে না; দেখবে চেহারায় লুকোনো অগণিত দাগ! প্রিয় চেহারাটি দেখার জন্য এক জোড়া সরল চোখ দরকার, অণুবীক্ষণ যন্ত্র নয়!

বস্তু মানুষ

প্রশ্ন করা হলো, বস্তুবাদী মানুষ আসলে কী?

বললাম—সে তার আকাঙ্ক্ষাসমূহের খেলনামাত্র!

নিকৃষ্ট দাসত্ব

প্রশ্ন করা হলো, যারা খোদার গোলামি করে না, তারা আসলে কী করে?

বললাম—তারা খোদার গোলামদের গোলামি করে!

দুঃসহ দুঃখ

প্রশ্ন করা হলো, মানুষের মর্মান্তিক দুঃখ কী?

বললাম—মানুষের মর্মান্তিক দুঃখ হলো, নিজের দুঃখ থেকে পালানোর জন্য সে অন্যের জন্য দুঃখ ডেকে আনে—যা তাকেও শেষ পর্যন্ত রেহাই দেয় না!

CamScanner

যাপন

কবিবন্ধু প্রশ্ন করলেন, কোথায় আছেন?

বললাম—দুই হাজার বিষে!

কবির জন্ম

সে বলল—অভিনেতা আত্মহত্যা করলেন। কবিরা কি আত্মহত্যা করেন?

বললাম—আত্মহত্যা না করলে কবিরা কি কবি হতে পারত?

মুখোশ

প্রশ্ন : করোনা ভাইরাস যদি রাজনীতিবিদ হতো, আর তাকে প্রশ্ন করা হতো, বাংলাদেশে কেন এসেছেন, তাহলে সে কী জবাব দিত?

উত্তর : বাংলাদেশের মানুষের সুখের জন্য জীবন বিলিয়ে দিতে এসেছি!

লাগাম

প্রশ্ন : করোনা পরিস্থিতিতে লকডাউনে সরকারের ভুল কোথায়?

উত্তর : সব জায়গায় লকডাউন কার্যকর করেছে সরকার। কিন্তু ভুলটা হলো, কিছু মন্ত্রীর মুখ এখনও লকডাউন করা হয়নি!

দিল্লি কা লাড্ডু

প্রশ্ন : ভারতে চীন অনুপ্রবেশ করেছে, ভারত কী করবে?

উত্তর : মোটেও ছেড়ে দেবে না!

প্রশ্ন : কী করবে তাহলে?

উত্তর : চীনকে অনুরোধ করবে সরে যেতে!

প্রশ্ন : তা না মানলে কী করবে?

CamScanner

উত্তর : আরও শক্ত অনুরোধ করবে চীনকে!

প্রশ্ন : তা না মানলে কী করবে?

উত্তর : ভারত কত শক্তিশালী, তা দেখাবে এবং সেটা বাংলাদেশের সীমান্তে!

হাত ও বিশ্বাস

প্রশ্ন : হাশরের ময়দানে মানুষের পাপে ব্যবহৃত হাত মানুষের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। হাত হয়ে যাবে তার শত্রু—এটা কীভাবে মানা সম্ভব?

উত্তর : যেভাবে করোনাকালে না ধোয়া হাতকে নিজের সুস্থতার জন্য বিপজ্জনক বলে মানা সম্ভব হয়েছে!

প্রকৃতপক্ষে

প্রশ্ন : প্রতিরোধ আসলে কী?

উত্তর : প্রতিরোধ একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। আত্মশক্তিতে সামগ্রিক উত্থান!

প্রশ্ন : মিছিল আসলে কী?

উত্তর : আক্রান্তের আর্তনাদ!

প্রশ্ন : পাতানো মিছিল কী?

উত্তর : আঘাতকারীর বিরুদ্ধে যে মিছিল হয় আঘাতকারীর ইশারায়।

প্রশ্ন : মূর্খ মিছিল কী?

উত্তর : যে মিছিল জানে না প্রতিপক্ষের শক্তি ও কৌশল!

প্রশ্ন : দায়িত্বশীল মিছিল কোনটি?

উত্তর : যে মিছিল মিছিলেই শেষ হয় না; দায়িত্ব ও নবযাত্রার জানান দেয় মাত্র!

প্রশ্ন : কখন কৌ[illegible]

উত্তর : যখন কেউ লড়াই করছে কোনো শক্তিমানের বিরুদ্ধে, আর শক্তিমান বা তার সহযোগীদের কীভাবে খুশি রাখা যায়—সেটা নিয়েও সে চিন্তিত।

স্বরূপ

প্রশ্ন : অধিপতি গণমাধ্যমকে এককথায় প্রকাশ করো।

উত্তর : অধিপতি গণমাধ্যম মানে গণপ্রবঞ্চনা মাধ্যম!

ঐকান্তিক

সে বলল, নেশা না করলে আমি তো প্রায় পাগল হয়ে যাই! পাগল না হওয়ার জন্য আমাকে কী করতে হবে?

বললাম—পাগল হতে হবে!

সে অবাক হলো। জানতে চাইল, কেন?

বললাম—সুস্থ জীবনের জন্য, নেশা থেকে পরিত্রাণের জন্য!

CamScanner

অনুভবের লতাতন্তু

ভোগবাদ

রাস্তায় তার সাথে দেখা হলো। সে বলল—ভালো থাকুন। আমি বললাম—তুমি যেখানে আছো, সেখানে আমরা ভালো থাকি কী করে?

পুঁজিবাদের ওষুধ

মাথায় ব্যথা হচ্ছিল। সমবেদনা জানাল পেট। বলল—তোমার দুঃখে আমি কী সহায়তা করতে পারি?

মাথা বলল—ব্যথা আমি ভোগ করছি, কিন্তু এর কারণ আমি নই। কারণ, ব্যথাটি আমাতে পাচার করেছে পেটই?'

রোজাদার ও রবীন্দ্রনাথ

আমি আপনাকে শুভেচ্ছা জানাতে এসেছি, রবীন্দ্রনাথ!

আমার পেটে মনোরম ক্ষুধা। আত্মায় একটা গন্ধ ফলিয়েছি বহুদিনে। পরম আদরে নিয়ে এসেছি এই খুশবু, আমার মেশকে আম্বর!

আপনি তো উপবাস যাপন করতেন কবি!

জমিদারের দহলিজে ভুখাদের প্রবেশে বিপত্তি।

কিন্তু আমি ভুখা নই ! আমি উপবাস যাপন করছি!

CamScanner

আপনার উপবাসের মহিমাকে কে অবহেলা করবে, সম্রাট! কিন্তু আমার রোজা কেন যবনের ভুখ হয়ে আপনার দহলিজে প্রবেশের অনুমতি পাচ্ছে না!

ও রবীন্দ্রনাথ! আমি আমার রোজার দাম বুঝে নিতে এখানে আসিনি। এসেছিলাম আমার আত্মায় ও সত্তায় জমানো যে মেশকে আম্বর, তার কিছু খুশবু উপহার দিতে, ঠাকুর!

কিন্তু আমার উপবাস রোজা, সুগন্ধি মেশকে আম্বর আর ভালোবাসা মহব্বত হওয়ার পাপে আপনি তাকে অবজ্ঞা করতে পারলেন!

পরিসর

যারা কবিতায় চলাফেরা করে, তারা সীমিত পরিসরে চলাফেরা করতে পারে না!

মৃত্যুময় সমাজ

যে সমাজ চিন্তানুকরণে আবদ্ধ, সে সমাজ বন্ধ্যা। যে সমাজ চিন্তাশীলতাকে হুমকি মনে করে, সে সমাজ প্রতিক্রিয়াশীল এবং যে সমাজ চিন্তার মুক্তির পথ বন্ধ রাখাকেই পরিত্রাণ মনে করে, সে সমাজ অন্ধ!

বাহ্যিকতা

মৃত রোজাকে জীবনে পাওয়া যায় না; ইফতারিতেই পাওয়া যায়!

দান গ্রহণ

জীবন আমাকে দিলো একটি বিষভরা গ্লাস। বিনিময়ে চাইল মধুর পেয়ালা। আমি এই বিনিময়ে রাজি হয়ে গেলাম!

CamScanner

স্বৈরিতায় ধর্ম

স্বৈরতন্ত্রের কাছে ধর্ম একটি প্রাচীর । ইনসাফকে পদদলিত করে এই প্রাচীরের আড়ালে সে লুকায়। এতেই সে খুশি করতে পারে এমন সব মানুষকে, যাদের হাতে তার বিনাশ হওয়ার কথা!

ম্যাকিয়াভেলিয়ান

কিছু কাক কা কা স্বরে চিৎকার করে বলছে—আমরা কাক নই! আমরা ময়ূর!

সময়-অসময়

স্রোতের আনন্দে নৃত্যরত নদীকে হাজার বার বলেছি, ভালোবাসি! নদী জবাব দেয়নি।

নদীর ভালোবাসা না পেয়ে আমার হৃদয়টা বেদনায় ভরে গেল।

যখন নদীটি তীরবর্তী সবকিছু ভেঙে দিতে মত্ত হলো, তখনই আমাকে তার মনে পড়ল। বলল—ওহে, কাছে এসো! আমিও তোমাকে ভালোবাসি!

নদীর ভালোবাসা পেয়ে এবার আমার হৃদয়টা মৃত্যু-আতঙ্কে ভরে গেল!

প্রবোধ

মিডিয়ায় ধর্ষকামিতার প্রচার নিয়ে কথা বলছিলাম। সে বলল—এমন প্রচারের বিরুদ্ধে আমি নিয়মিতই প্রতিবাদ করি।

জানতে চাইলাম—কীভাবে প্রতিবাদ করো?

সে বলল—পত্রিকা ও চ্যানেলের পেজগুলোতে এ জাতীয় পোস্টে হা হা রিঅ্যাক্ট দিই!

CamScanner

উলটো স্রোত

খারাপ সময়, স্রোতের বিপরীতে বলবেন না। পরামর্শ দিয়েছেন এক বন্ধু। তার প্রতি কৃতজ্ঞতা।

তবে 'খারাপ সময়' আর 'স্রোতের বিরুদ্ধতা' শব্দ দুটি আমার কাছে খুবই প্রাসঙ্গিক। একটি আরেকটির খুব কাছাকাছি। কারণ, সময় মূলত খারাপ হয় না। সময়ে যে চলমান প্রবণতা বা স্রোত, সেটাই খারাপ হয়। তো স্রোত যখন খারাপ, তখন তো স্রোতের বিপরীতেই চলা উচিত, বলা উচিত। তাই না?

গর্তের অন্ধ

জলাশয়টি যখন তোমার কাছে পৃথিবী, তখন বোঝা উচিত, তুমি যাপন করছ ঢোঁড়া সাপের জীবন!

চোখের অসুখ

নিজেদের ছাড়া অন্য কারও মধ্যে যখন ভালো কিছু দেখতে পাচ্ছো না, তখন বোঝা উচিত, তোমার চোখ ভালো নেই!

পাপের মাত্রা

দুই-চারটা বা দুই-চার শত ভাইরাসে মানুষ অসুস্থ হয় না। একজন মানুষকে অসুস্থ করতে ৭০ বিলিয়ন করোনা ভাইরাসের প্রয়োজন!

এই যে গোটা মানবজাতি অসুস্থ, কত বিলিয়ন পাপের ভাইরাসে সে অসুখী হলো?

প্রোপাগান্ডা

বিষয়টিকে অনেক বড়ো ভাবছেন। কিন্তু তার চেয়েও অনেক বড়ো বিষয় আছে—যাকে বড়ো ভাবছেন না।

CamScanner

বস্তুত বিষয়টিকে বড়ো ভাবছেন, বিষয়টি বড়ো হওয়ার কারণে নয়; বিষয়টিকে বড়ো হিসেবে দেখানোর কারণে।

সীমাবদ্ধতা

একজন উদ্ভিদ ও প্রাণীদের দেখার জন্য দুনিয়ার সকল অরণ্য ভ্রমণ করলেন। তিনি বলতে পারেন না—আমি বেশিরভাগ উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখেছি।

কারণ, সারা বিশ্বের উদ্ভিদ ও প্রাণীর ছয় ভাগের পাঁচ ভাগই আছে সাগরে, পানির তলায়!

আপনি যা

আপনার ওজন প্রধানত পানিরই ওজন। কারণ, শিরদাঁড়াওয়ালা প্রাণীদের ওজনের শতকরা ৬০ থেকে ৭০ ভাগই পানি।

হারানো বিজ্ঞপ্তি

পৃথিবীর ইতিহাস যতটা ভূমিতে আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি পড়ে আছে সাগরের গহিনে!

সাগরের হজম

সাগরের সব লবণ যদি সারা বিশ্বে সমানভাবে ছড়ানো হতো, তাহলে নুনের আস্তরণটা হতো প্রায় ৫০০ ফুট। নুনের এই সাগরে ৫০ তলা বাড়িও তলিয়ে যেত!

নিজস্বতার নজির

সাগরের যে পানি মানুষ পান করতে পারে না, সামুদ্রিক প্রাণীরা জানে, সেই পানিতে আছে কত বেশি খাবার-দাবার! ডাঙার প্রাণীদের চেয়ে সাগরের প্রাণীরা যে অনেক বড়ো, এর মূলে আছে সেই খাদ্যের ভূমিকা।

CamScanner

আপন পরিবেশ

যে সাগরের, তাকে সাগরে থাকতে দাও। অক্টোপাসকে যদি এনে নদীর মিষ্টি পানিতে ফেলা হয়, কিছুক্ষণের মধ্যেই সে মারা যাবে! নদীর পাতলা পানি এত জোরে তার দেহকোষে ঢুকতে থাকবে, যা তার কোষের প্রাচীর ভেঙে চুরমার করে দেবে!

সীমা ও নিরাপত্তা

মাছেরা জানে, কার অবস্থান কোথায় থাকা উচিত। নদীর মাছ সাধারণত সাগরে যায় না, সাগরের মাছ সাধারণত নদীতে আসে না। তারা জানে, নিজেদের সামুদ্রিক বা মিঠা পানির বৈশিষ্ট্য হারালে নিজেরা আর বাঁচবে না!

নদীতে মাছের সংগ্রাম

নদীর পানির মাছেরা ভয়ে থাকে—কখন সে পানিতে ডুবে মরে যায়! তার রক্তে নুনের পরিমাণ নদীর পানির তুলনায় অনেক বেশি। ফলে বাইরের পানি কেবলই ঢুকতে চায় তার দেহে। মাছকে তাই ফুলকা দিয়ে নিজের নুন আটকে রাখতে আর দেহে ঢুকে পড়া পানিকে গুর্দা দিয়ে বাইরে বের করে দিতে সংগ্রাম করতে হয় সারাক্ষণ!

অভাব ও প্রাচুর্য

সাগরের মাছেরা ভয়ে থাকে—কখন সে পানির অভাবে মারা যায়! তার রক্তে নুনের পরিমাণ বাইরের পানির চেয়ে কম। তাই তার দেহের পানি কেবলই কোষের দেয়াল ভেদ করে বাইরে চলে যেতে চায়। তাকে তাই বেশি বেশি পানি গিলতে এবং সেই পানির নুনকে ফুলকার বিশেষ কোষ দিয়ে ছেঁকে দেহের বাইরে ফেলে দিতে সারাক্ষণ সচেষ্ট থাকতে হয়!

CamScanner

সমুদ্রের দান

সমুদ্র থেকে আপনি যত দূরেই থাকেন, সমুদ্র আপনার কাছেই আছে! সমুদ্র আছে বলেই কোমল ও মনোরম হাওয়ায় নিশ্বাস নিচ্ছেন!

গুজব

মধ্যরাতে ফেসবুকে তিনি দেখলেন, লোকেরা তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করছে। তিনিও কমেন্ট বক্সে শোক প্রকাশ করে ঘুমিয়ে পড়লেন!

লাইক

দুই পাগলে তর্ক হচ্ছিল। একজন অপরজনকে বলছে—তুমি হতে পারো কোটি টাকার মালিক, কিন্তু ফেসবুকে তো আমার চেয়ে বেশি লাইক পাও না!'

সুখী সংসার

ভারত খুব ভদ্র লোক। কারও সাথে মারামারি করে না। কেউ থাপ্পড় দিলে গাল হাতাইয়া ফিরে আসে। নিজের ঘরে সে বড়ো বীর। প্রবল তেজে বউ পেটায়। নিয়মিতই মারে।

ভারতের বউ খুব ভদ্র। পিটুনি খেলেও আদর—সোহাগ কমে না; বাড়তে থাকে ভালোবাসা। টু শব্দটিও করে না। চাহিবামাত্রই সব বিলিয়ে দেয়।

গল্পের এতটুকু শুনেই হেইটাররা সুখী এই সংসারের প্রতি হিংসা করতে শুরু করবে। তারা স্মরণ করবে মন্ত্রীর উক্তি, যেখানে তিনি প্রতিবেশী দুই রাষ্ট্রের সম্পর্ককে স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনের সঙ্গে তুলনা করেছেন!

CamScanner

কৃষকের বিজ্ঞপ্তি

যখন আমাকে তোমাদের মাঝে পাচ্ছো না, বুঝে নিয়ো চাষাবাদে আছি। যখন চাষিদের খেতে পাওয়া যাবে না, বুঝে নিয়ো আকাশের খেতে আছি। জমিনে আমাদের খেত আছে, আসমানেও। জমিনের খেতের ফসল মুখ দিয়ে খাই, আকাশের খেতের ফসল খাই হৃদয় দিয়ে!

সন্তুষ

যখন পুষ্প দিলে, মোহিত হলো চারপাশ। বললাম—প্রিয়তম! উপহার এমনই হয়ে থাকে!

যখন কাঁটা দিলে, রক্তাক্ত হলো হাত। বললাম—প্রিয়তম! উপহার এমনই হয়ে থাকে!'

সমস্যার ঠিকানা

জীবাণু থেকে সুরক্ষা পেতে লোকেরা মাস্ক ব্যবহার করছেন। কিন্তু আমি খুঁজছি জীবাণু নিরোধক মাস্কেই জীবাণু লুকোনো কি না!

পুঁজিবাদের খেলা

লোকদের বলা হয়েছিল হাত ধুতে। কে জানত, তারা মগজ ধুয়ে ফেলবে! তারা করোনার সমাধান খুঁজছে ভ্যাকসিনে!

বিপজ্জনক মুসলিম

ইসলামকে অমুসলিমদের হাত থেকে রক্ষা করা সহজ, এসব মুসলমানের হাত থেকে রক্ষা করা কঠিন!

CamScanner

পবিত্র হত্যা

বাইবেলে আছে—জুডিয়া এমন দেশ, যেখানে আছে দুধের নদী, মধুর নদী!

ভূগোলবিশারদ মাইকেল সার্ভেতুস গেলেন জুডিয়া ভ্রমণে।

না পেলেন দুধের নদী, না মধুর। দেখলেন, সেখানকার মাটি বন্ধ্যা। এসে যখন লিখলেন—জুডিয়া অনুর্বর, হায় হায় শুরু হয়ে গেল চারদিকে। গির্জা বলল—জুডিয়াকে অনুর্বর বলার মানে ঈশ্বরকে মিথ্যা বলা।

অতএব, ঈশ্বরের সত্য রক্ষার জন্য ১৫৫৩ সালে সার্ভেতুসকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হলো। ক্যালভিন বললেন—'এ হত্যা পবিত্র! হটকারীরা বরাবরই ঈশ্বরের নিষিদ্ধ হত্যাযজ্ঞ দিয়ে ঈশ্বরকে বাঁচাতে চায়!'

ধর্মান্ধের মানবতা

সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডরিখ স্বাধীন চিন্তার পৃষ্ঠপোষক বলে পরিচিত। গির্জার ধর্মজীবীদের সহযোগিতা ছাড়া তার শাসন চলত না। তাদের চাপে ১২২০-১২৩৫ সালে ইতালি ও জার্মানিতে অনেক আইন চালু করেন ফ্রেডরিখ। এর মূলকথা ছিল, যাজকরা যা বলবেন, সেটাই ধর্ম। এতে যারা একমত হবে না, তারা বঞ্চিত হবে আইনি সুবিধা থেকে। যারা খ্রিষ্টান নয়, তারা যদি খ্রিষ্টান না হওয়ায় অনুতপ্ত হয়, তাহলে তাদের ধরে কারাগারে নিয়ে রাখা হবে। আর যারা খ্রিষ্টান না হওয়ায় লজ্জিত নয়, তাদের ধরে এনে পুড়িয়া মারা হবে। উভয় শ্রেণির সাথে এ আচরণ মূলত তাদের প্রতি দয়া এবং এটাই মানবতা ও সত্যপ্রীতি! ধর্মান্ধের মানবতা ও সত্য এমনই মূঢ় হয়!

আত্মকলহের প্রতিফল

প্রশ্ন : ইসলামবিরোধীদের বড়ো শক্তি কী?

উত্তর : ইসলামপন্থি বিভিন্ন গ্রুপ!

প্রশ্ন : সেটা কীভাবে?

উত্তর : ইসলামবিরোধীরা জানে, তাদের এক গ্রুপ আক্রান্ত হলে অপর গ্রুপ নিস্পৃহ থাকবে, খুশি হবে বা আক্রমণের ক্ষেত্রে তৈরিতে সহায়তা করবে। এভাবেই গ্রুপগুলো যার যার জায়গা থেকে ইসলামবিরোধীদের প্রকল্প বাস্তবায়নে ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় শক্তি জোগাবে! (এক গ্রুপ যখন অপর গ্রুপের পতন বা বিপর্যয়ের অপেক্ষায় থাকে, তখন তারা ভুলে যায়—তারা আসলে অপেক্ষা করছে সেই আগুনের, যা প্রতিবেশীর ঘর পুড়িয়েই থেমে থাকবে না; তাদের ঘরটাকেও ছাই করতে আসবে!)

আত্মসমীক্ষা

আমার পরে যে দিন আসবে, আমি তার অভিষেক!

মর্মধারণ

আমি যখন শব্দে থাকতাম, মেঘের চিৎকার হতে চাইতাম। আমি যখন তাৎপর্যে থাকলাম, বৃষ্টির পানি হতে চাইলাম!

সুস্থতার অসুখ

আপনি সুস্থ মানুষ; এর মানে হলো—অসুস্থতার কাছে আপনি খারাপ মানুষ! সুস্থতার অসুখ হলো, অসুস্থ প্রবণতার কাছে প্রিয় হতে চাওয়া। যদি এ অসুখ হয়, আপনার সুস্থ থাকার সম্ভাবনাকে শেষ করে দেবেন আপনি নিজেই!

ব্যক্তিত্বের অপর দিকে

ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হওয়ার বিপদ হলো, ব্যক্তিত্বহীনদের চোখে আপনাকে অহংকারী হতে হবে! কিন্তু আপনি যদি অহংকারী হতেন, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হতে পারতেন না!

CamScanner

অন্তর্গত পোকা

সুপক্ব আম হাতে নিলাম। কী অপরূপ, আকর্ষণীয়! বাইরের আবরণ সরালাম। বেরিয়ে এলো পোকা। কী নোংরা, কুৎসিত! সারাটা ভেতরই পোকায় খাওয়া।

আমটা ফেলে দিলাম। সে ভাগাড়ে পতিত হলো।

আপনার বাইরের লোক দেখানো সৌন্দর্য আপনাকে ভাগাড়ে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচাতে পারবে না; যদি ভেতরে বাসা বাঁধে কুৎসিত পোকা!

দেহপণ্য

লোকেরা বলছিল, ওই যায় চামড়া ব্যবসায়ী!

তিনি চামড়া ব্যবসায়ীর খোঁজ করছিলেন। খুব আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখেন, হায়!

যে যাচ্ছে, সে আলট্রামডার্ন নায়িকা!

করোনায় অচিকিৎসায় নিহতের শেষ উপলব্ধি

আমি সব দ্বারেই আশ্রয়ের জন্য গেলাম। সবখানেই জটিলতা, ধারালো পাথর। মৃত্যুই সবচেয়ে সহজে দিয়েছে উদার আশ্রয়। বন্ধুরা, মরণ তোমাদের চেয়ে যথেষ্ট মানবিক!

হৃদয়ের জীবাণু

করোনা থেকে বাঁচতে হাত ধোয়ার কথা বলছেন জীবাণুর ডাক্তাররা। কিন্তু জীবাণু আমাদের হাতের চেয়ে হৃদয়ে অনেক বেশি।

এ জন্যই বলি, সাবান দিয়ে হাত ধৌত করুন। মলিন হৃদয়টাকে ধৌত করুন আরও বেশি।

CamScanner

জাহিলিয়াত

ইসলাম যে জাহিলিয়াতি মানসিকতার উচ্ছেদ চায়, আজকের দুনিয়ায় অজ্ঞ ও হটকারী শ্রেণির মুসলিমদের কাছে সেটা ইসলামি মানসিকতা। ইসলাম যদি হাতে অস্ত্র নিতে পারত, এই বিকৃতির গোড়াকে সবার আগে কেটে ফেলত!

অপচক্র

সমস্যা এটাই নয় যে জুলুম ও লুটপাট হচ্ছে। সমস্যা, সবাই এতে ভাগ বসাতে চায়। কিন্তু এরচেয়ে বড়ো সমস্যা হলো, অনেকেই লুটপাট ও জুলুমের ভাগ পেতে চায় আল্লাহর দোহাই দিয়ে!

অবক্ষয়

বাংলাদেশে নকল করা হয়, এটা যেন সমস্যাই নয়। সমস্যা হলো, এখানে নকলেও ভেজাল করা হয়!

সাবধানী

সমকামিতার কোনো এপার-ওপার নেই!

আলখেল্লা পরে হোক আর প্যান্ট-শার্ট পরে হোক, সব রকম সমকামিতাকেই খেদাতে হবে!

CamScanner

অস্তিত্বের বংশীধ্বনি

আমি দরবেশির প্রতি মনোযোগী হলাম। আত্মার উনুনে তাকে পেলাম। সে চায় পুরোটা আমাকে। তার সাথে আলাপ জমল, আর আত্মা উত্তপ্ত হলো আগুনে!

আমি দার্শনিকতার প্রতি মনোযোগী হলাম। মস্তিষ্কের উনুনে তাকে পেলাম। সে চায় পুরোটা আমাকে। তার সাথে আলাপ জমল, আর মস্তিষ্ক আগুনে লেলিহান হয়ে উঠল!

আমি কাব্যের প্রতি মনোযোগী হলাম। ইন্দ্রিয়ের খড়ের স্তূপে তাকে পেলাম। সে চায় পুরোটা আমাকে। তার সাথে আলাপ জমল, আর সকল ইন্দ্রিয়ে দাউদাউ করতে থাকল আগুন!

আমি এক অব্যাহত অনিঃশেষ অগ্নিতে শিখায়িত হয়ে আছি। এই প্রজ্বলনকে একা থাকতে দাও। কাছে এসো না।

যদি তোমার মস্তিষ্কে এ আগুন ছড়ায়, লোকেরা বলবে পাগল! যদি আত্মায় ছড়ায়, লোকেরা বলবে মজনু। যদি ইন্দ্রিয়ে ছড়ায়, লোকেরা বলবে আত্মহারা। আর আগুন যদি সবখানে ছড়ায়, তাহলে লোকেরা তোমাকে 'মুসা আল হাফিজ' বলে গালি দেবে!

CamScanner

সাক্ষাৎকার

এক

: কোথায় আছেন?

: বেদনায়!

: কী নিয়ে আছেন?

: বেদনা।

: আপনার আনন্দ নেই?

: আছে।

: সেটা কী?

: আমার বেদনা।

দুই

: কী দিয়ে গন্তব্য চিনলেন?

: সঠিকতা।

: সঠিকতার নাগাল পেলেন কী দিয়ে?

: অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে।

: অন্তর্দৃষ্টি কীভাবে জাগল?

: জীবনাভিজ্ঞতায়।

: কীভাবে অর্জিত হলো জীবনাভিজ্ঞতা?

: ভুল থেকে শিখে!

তিন

: আপনার ঠিকানাটা জানতে চাই।

: আমার গ্রাম-আত্মজিজ্ঞাসা, পোস্ট-জীবনরহস্য, থানা-মানবেতিহাস...

CamScanner

: এটা কেমন ঠিকানা? এ ঠিকানায় চিঠি যাবে?

: হ্যাঁ, মানুষের সকল চিঠি এ ঠিকানায়ই যায়!

চার

: প্রশ্নের যে উত্তর দেন, তাতে মাথা ঘোরে কেন?

: মাথাকে ঘুরিয়ে গতি দেওয়াই উত্তরের কাজ!

পাঁচ

: কখন বুঝব, আমি অগ্রসর?

: যখন তুমি সমকালীনদের চেয়ে একদিন অগ্রসর থাকবে, তখন তুমি আসলে সমকালীন। যখন তুমি তাদের চেয়ে একজীবন অগ্রসর থাকবে, তখন তুমি অগ্রসর!

ছয়

: গাধা ঘোড়াকে নিয়ে কেন হাসাহাসি করে?

: কারণ, গাধা মনে করে, ঘোড়া তার মতো হতে ব্যর্থ!

সাত

প্রশ্ন : আপনি আসলে কী ?

উত্তর: ইতিহাসের দীর্ঘশ্বাস!

প্রশ্ন : আপনি আসলে কী নন?

উত্তর : আমি আমার শুরু নই, আমি আমার শেষও নই!

আট

: আপনি কাউকে কখনো অভিশাপ দিয়েছিলেন?

: দিয়েছি!

: আপনার দেওয়া সবচে' খারাপ অভিশাপ কী?

: যাও, এত সুখে ডুবে যাও, যেন নিজেকে ভুলে যাও!

অবাক চাকরি

সে জানতে চাইল, কী করেন?

বললাম, চাকরি!

জানতে চাইল, কীসের চাকরি? কী কাজ?

বললাম, আমি ধর্মের গুপ্তচর, ইতিহাসের সেনাশিবিরে বসবাস করছি! কালের গোপন ও স্পর্শকাতর বার্তা যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়ার চাকরি করি!

সে বলল, এত বিপজ্জনক চাকরি কেন নিলেন?

বললাম, যাতে মানুষ ও মানুষের পৃথিবী বিপদমুক্ত হয়!

জানতে চাইল, এ চাকরিতে বেতন কত?

বললাম—দুই জাহান!

ফকিরের বাদশাহি

প্রশ্ন করা হলো, আপনি আসলে কে?

বললাম, দাসানুদাস!

প্রশ্ন করা হলো, আপনি কী চান?

বললাম, সম্রাট হতে চাই!

জবাব শুনে তারা হাসল। বলল, দাসানুদাস কীভাবে সম্রাট হতে পারে?

বললাম, খুবই পারে। সত্যের দাসত্বে যে যতই আত্মবিসর্জিত হয়, সে ততই লাভ করে বাদশাহির সার্থকতা!

বলা হলো, এই বাদশাহির স্বরূপ কী?

বললাম, জাগ্রত রাতে তারকারা আপনার গোপন মজমায় শরিক হবে। চাঁদের সাথে চলবে আপনার সংলাপ। সমুদ্রের তরঙ্গ আপনার পা ধুয়ে দিতে লাখো মাইল দূরের পথ পেরিয়ে আসবে। আপনার মুখরতার সঙ্গী হবে পাখপাখালি। পাহাড় আপনার ধ্যানের পাশে জড়োসড়ো হয়ে বসবে। আপনার আনন্দকে ব্যাখ্যা করবে বসন্ত। আপনার প্রেমাশ্রুর সঙ্গী হবে অঝোর বর্ষা।

আপনার পোশাক জীর্ণ, পার্থিব আয়োজন সীমিত, কিন্তু পৃথিবী আপনার আত্মসত্তাকে সালাম জানায় অষ্টপ্রহর। রাজারা যোগাযোগ করে ভূমি থেকে ভূমিতে। আপনার যোগাযোগ ভূমি থেকে ভূমিতে এবং ভূমি থেকে আরশে। রাজারা মরে যায় আর সবকিছু শেষ হয়ে যায়। আপনি মরে গেলে বেঁচে থাকার এমন অধ্যায়ে প্রবেশ করবেন, যার কোনো লয় নেই!

রাজাদের বাহাদুরি বস্তুগত ঐশ্বর্যে। এ ঐশ্বর্য তাকে রাজা বানায়। আর আপনি রাজা হন বস্তুগত প্রাপ্তির মোহকে পায়ের তলায় দাফন করে। তাদের অভিমুখ দৃশ্যমানতায়, আপনার অভিমুখ দৃশ্যের ঊর্ধ্বের হাকিকতে। তাদের শাসন দেহের রাজ্যে, আপনার শাসন হৃদয়ের পৃথিবীতে!

তারা দেখে, যা কিছু চারপাশে। আপনি দেখেন, যা তারা দেখে না। আপনার চোখে তারা আসলে অন্ধ। তারা আপনাকে ভাবে দুর্বল। কারণ, তারা শক্তির স্বরূপ জানে না। আপনার শক্তি লুকিয়ে আছে পবিত্রতার গোলাঘরে। আপনার সহযোগী জল, স্থল ও হাওয়া।

তাদের চোখে আপনি গরিব। কিন্তু আপনার সম্পদ থেকে সামান্য অনুদানও যদি তারা পেত, তারা বুঝত, আসল ধনাঢ্যতা কী!

রাজারা ক্ষমতায় আসে, ক্ষমতা হারায়। তাদের ক্ষমতার উৎস যখন-তখন শুকিয়ে যায়। আপনার ক্ষমতা অসীম উৎস থেকে আসবে।

কেবলই বাড়তে থাকবে। হারানোর কিছু নেই। রাজারা ভয়ে থাকে, কে কখন তার ক্ষমতার বিনাশ ঘটিয়ে দেয়। কিন্তু আপনার ক্ষমতার বিনাশ কে করবে, যখন বিনাশই আপনার পাহারাদার!

দৌড়

ঘুমিয়ে গেলে সব দৌড়ই থামে, কিন্তু মরার দিকে দৌড়ানো থামে না!

মানে, যখন ঘুমে থাকি, তখনও দৌড়ের ওপরেই থাকি।

এ কারণেই যখন আমাকে বলা হয়েছিল, সবচে' বেশি যে কাজ করেন, সেটা কী?

বলেছিলাম, দৌড়!

তারা অবাক হয়ে জানতে চাইল, কীসের জন্য দৌড়?

বলেছিলাম, মরার জন্য!

তারা জানতে চাইল, মরার দিকে কি এগোতে বা মরতে পারছেন?

জানালাম, পারছি না!

আরও অবাক হলো তারা। জানতে চাইল, কেন পারছেন না মরতে?

বললাম, চিন্তার কারণে। চিন্তা আমাকে মরতে দিচ্ছে না!

তারা বলল, তাহলে বেঁচে থাকুন!

বললাম, তাও পারছি না।

তারা প্রশ্ন করল, কেন? কী কারণে?

বললাম, চিন্তার কারণে। কারণ, চিন্তা আমাকে বাঁচতে দিচ্ছে না!

CamScanner

আমার খেয়াল

আমার মৃত্যু হয়ে গেলে আমি খেয়ালই করব না!
আমার শোকসভার পাশ দিয়ে হেঁটে যাব, খেয়ালই করব না!
দূরাগত পাখির সাথে হাওয়ার বার্তা নিয়ে কথা হবে
মহল্লা ভরে যাবে অগণিত আত্মার তারায়, খেয়ালই করব না!
শুরু ও শেষের হিসাব ভুলে যাব
নিঃশব্দ আলাপে কত শতাব্দী চলে যাবে, খেয়ালই করব না!
আমি আদৌ কোনো কবরে থাকব না
আমার কবর থেকে অগণিত অভ্যুত্থানে মিশে যাব,
খেয়ালই করব না!
পথের কোথাও আমাকে নিয়ে ঝগড়া করবে লোকে
কেউ তো কাফির বলবে, কেউ বলবে মহান
উভয়ের প্রেমে আমি থাকব, খেয়ালই করব না!
আমি তো দুনিয়ায় ভিখারি ছিলাম মদের
সহসা কীভাবে নিজে মদ হব, খেয়ালই করব না!
আমি কি এ পারের কিংবা ও পারের, প্রশ্ন অবান্তর
এ পার ও পার কীভাবে গিলে খাব, খেয়ালই করব না!
কিংবা জীবিত অথবা মৃত, বলার কিছুই নেই
জীবন-মরণ পেরোবো কীভাবে, খেয়ালই করব না!

CamScanner

আমার শব্দের যুদ্ধ

আমার আত্মা ধ্যানী, কিন্তু আমার অস্তিত্ব রাজনৈতিক। আমি চেতনার যে অবস্থানেই থাকি, রাজনীতিতেই থাকি।

লোকেরা আমার কবিতায় আধ্যাত্মিকতা দেখেন। ঠিকই দেখেন। কিন্তু এ আধ্যাত্মিকতার খাদ্য হচ্ছে রাজনীতি, পানীয় রাজনীতি, পরিধেয় রাজনীতি।

প্রবল, প্রচণ্ড রাজনীতিতে মগ্ন-মুখর আমার শব্দাবলি। কিন্তু শব্দরা যেহেতু ইতিহাসের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে, ঘটমান বাস্তবতায় আটকে না থেকে কালান্তরের দিকে এগিয়ে যায়, ফলে চলমান রাজনীতির চেহারার সাথে তাদের চেহারা মেলে না!

অতএব, আমার শব্দদের ভালোবাসার দাবি হলো, রাজনীতির সেই চেহারাকে বোঝা—যাতে আছে মানবতার অতীত থেকে উত্থিত। যথা : অতীত, ভবিষ্যতের দায় ও প্রতিশ্রুতিতে পতাকা হয়ে উড়তে থাকা বিকল্প ভবিষ্যৎ এবং অসুস্থ বর্তমানের বিকল্প বর্তমান!

ওমর খৈয়ামের সাথে

ভোরে আপনি ঘুমাতেন না, আমি ঘুমাচ্ছিলাম

বাতাসে উড়তে উড়তে আমাকে শরম দিলেন কবি-

মুসা আল হাফিজ, তুমিও সকালে ঘুমাও?

আপনার কণ্ঠস্বর অপূর্ব বৈভবে আমাকে নাড়িয়ে দিলো, জেগে উঠলাম।

দেখি—আপনার সাথে মহান গাজ্জালি, জামাখশারি,

কবি গালিব, শিবলি নোমানি

টমাস হাইড, রনে দেকার্তে, এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড ...

CamScanner

আর কাজী নজরুল ইসলাম বীণা ও দামামা নিয়ে মাহফিলে গুলজার আত্মীয় অনেককে পেয়ে আমি এই ক্ষুধা ছেড়ে ক্রিকেটমত্ত নগরী থেকে সহর্ষে অংশী হলাম মহামাহফিলে!

কেমন আছো পুত্র? বললেন গাজ্জালি

: ভালো নেই পিতা। মানুষের জীবনযাপন পুরোটাই এখন সামুদ্রিক— যেখানে বড়ো মাছ ছোটো মাছকে গিলে খায়। চারদিকে হাঙর-কুমির-স্কুইড-অক্টোপাস! আপনি যাদের বিনাশ চেয়েছিলেন, জীবন আজ তাদের চোয়ালে বন্দি!

গাজ্জালি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। যেন দমকা বাতাসে নড়ে উঠল ইতিহাসের আলখেল্লা। সদ্যফোটা সূর্যফুলের দিকে তাকিয়ে বললেন—

তাহলে দার্শনিকরা কী করছে?

: আগাছা থেকে ধান ফলাবেন বলে প্রথমে উচ্ছেদ করা হয়েছে ধানের চারা। পানির বদলে প্রস্রাব দিয়ে উর্বরতার পরীক্ষা করা হচ্ছে। আলোসন্ত্রাসের জন্য সূর্যকে নিষিদ্ধ করতে চাইছেন বাদুড়েরা। হৃদয়কে নিলামে তোলা হলে কালের ক্রেতারা দাম হাকেনি বলে সে এখন সর্বাধিক আদনা আসবাব!

হৃদয়ের কথা শুনে ওমর খৈয়াম শিউরে উঠলেন। যেন শুনেছেন ইসরাফিলের বাঁশি থেকে উচ্চারিত কোনো সুর!

জানতে চাইলেন, হৃদয় উপেক্ষিত হলে মানুষ কীভাবে আছে?

বললাম, যেভাবে থাকে সাপের মুখে ব্যাঙ!

জানতে চাইলেন, আমার মদ কেউ কি পান করছে বিশ্বে?

বললাম, মরাকে জীবিত করার যে মদ আপনি বানালেন, তা এখন পরিবেশন করা হয় জীবিতকে মেরে ফেলার জন্য।

জানতে চাইলেন, কেমন আছে নারীরা?

বললাম, নারীদের করা হয়েছে পণ্য। ব্লেডের বিজ্ঞাপন থেকে নিয়ে টিস্যু পেপারের সাথেও বিক্রি হচ্ছে নারীদেহ!

জানতে চাইলেন, বই কি এখনও লেখা হয়? পড়া হয়?

বললাম, লেখা হয় সারে সারে অগণন বই। প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে থাকে শব্দ, কিন্তু একটি শব্দেও আত্মা থাকে না। লোকেরা বই পড়ে ঘুমানোর জন্য, জীবনের মহিমা নিয়ে জাগার জন্য নয়।

জানতে চাইলেন, লোকেরা কি রুটি খায়, খাদ্য খায় আগের মতো?

বললাম, খাওয়ার চাহিদা বেড়েছে খুব। একদল মানুষ রুটি খেতে পায় না, এরাই সংখ্যাগুরু। আরেক দলকে খায় রুটি। বস্তুগত মন খেতে খেতে নিজেকেও করছে সাবাড়। পরধন, পশুপাখি, গাছপালা জলবায়ু... কিছুই অক্ষত রাখছে না।

খৈয়াম আমার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন। প্রশ্ন করলেন—তুমি কি হতাশাবাদী? কেবলই নেতির বিবৃতি দিচ্ছো?

বললাম—না, মহান! আপনার আশাবাদী জীবনদৃষ্টির আমি অনুরাগী! কিন্তু যে বাস্তবতা শাসন করছে বিশ্বকে, আমি তার কেবল ইতিবৃত্ত জানালাম!

অতঃপর আমাকে আশীর্বাদ করে আপনারা স্বর্গলোকে চলে যাচ্ছিলেন, আর আমি এই গাড়ির চাকায় পিষ্ট সময়ে ধর্ষিতার রোদন ও কৃষকের খেতপোড়া গন্ধের ভেতর থেকে চিৎকার করছি—আপনারা আসুন!

হে মহান মানুষেরা! এই মর্তলোকে আসুন!

যখন শেকড়কে ভাবি

যখনই শেকড়কে ভাবি, হৃদয়কে ধ্যানস্থ দেখি শাহজালালের ছায়ায়!

তিনি জায়নামাজে, আর তাঁর হাতে তরবারি!

CamScanner

চারপাশে মৃত্যু থেকে উত্থানের জিকির!

তিনি বলেন, শুনছো? বুঝছো?

বলি—শুনছি, কিন্তু বুঝছি না।

বুঝতে পারছি না আপনার বার্তা। কারণ, মৃতেরা হল্লা করছে মৃত্যুর মজমায়!

আপনার বার্তা বুঝতে পারছি না। কারণ, দরবেশিকে যেখানে বার্ধক্য ভাবা হয়, সেখানে আপনি যৌবনের আগুন ঝরাচ্ছেন!

অবাক হলেন তিনি—দরবেশি বার্ধক্য হলো কবে?

জানালাম, যে দিন থেকে আত্মার গুলিস্তানকে গুরুস্তান ভেবে, জীবনকে পেছনে ফেলে মরণের মাজারে এসে এই জাতি জীবন চেয়েছে।

শাহজালালের চোখ এত প্রখর, ভাবতে পারিনি। কিছুটা লম্বা মানুষ, গঠন মাঝারি, মাথার পাগড়ি যেন দিগ্‌বিজয়ের ধ্বজা

এশকের খাদ্যজলে সুগঠিত দেহ! চেহারায় সূর্যরশ্মি...

বললেন, তাহলে লোকেরা কুরআন পড়ে না, শোনে না আজান?

জানালাম, কুরআন পড়ছে লোকে।

কিন্তু এ পড়ার সাথে জড়িয়েছে পেট খুব, তাবিজ আর ঝাড়ফুঁক কিংবা চিত্তসুখ। মোটামুটি পাঠকরা সওয়াব কামনা করে, কুরআনের জীবনবাদের বিজয় খোঁজে না!

আজান এক সুখদ সুর, কর্ণসুধা মুমিনরা পায় তাতে খুব। আজানের প্রতিযোগিতা হয়, এমনকী রাষ্ট্রীয়ভাবে। কিন্তু যে আজান গুঁড়িয়ে দিলো গোবিন্দের প্রাসাদ, সে আজানের সম্ভাবনাকে শেষ করে দিতে প্রতিযোগিতার আয়োজক হয় স্বয়ং গৌড়গোবিন্দ!

CamScanner

বস্তুবাদের প্রতি

যা কিছু তোমার পকেট থেকে বেরিয়ে এসেছে, ফিরিয়ে নাও!

ফিরিয়ে নাও কাফন না দেওয়া, দাফনে বাধা দান, চিকিৎসা না করা!

আমরা আগেও মরতাম। হৃদয়ের হাত দিয়ে সারা হতো কাফন-দাফন। আমাদের কবর হতো জীবনের অধিক। লোকেরা আমাদের হৃদয়ে বহন করত, মরতে দিত না!

এখন মানুষকে বহনের বুক কেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না?

যে বুকে মৃত মানুষের জায়গা নেই, সে বুক ফিরিয়ে নাও!

তোমার পকেট থেকে বেরিয়ে এসেছে সেই মন, যার কাছে চিকিৎসা মানে পণ্য, গরিব মানে পোকামাকড়, বৃদ্ধ মানে লাশ, লাশ মানে শকুনের খাদ্য!

তোমার পকেট থেকে বেরিয়ে আসা সরকার মানে মারপিট, সেবা মানে ফাকিং, মন্ত্রী মানে বান্দর, হাসি মানে প্রতারণা আর—

পররাষ্ট্রনীতি মানেই দুর্বলের দেশে গণহত্যা!

ফিরিয়ে নাও তোমার রূপসিদের, যাদের আই লাভ ইউ মানে—আমি তোমার বুকে পা রাখলাম!

তোমার কোনো ধর্ম নেই?

কেন তুমি ধর্মের জমিতে বিষাক্ত সাপের খামার গড়েছ?

ফিরিয়ে নাও সাপের বিষ; ঘৃণা ও মারণ!

ফিরিয়ে দাও আমার বিজ্ঞান: উৎপাদিত কাগজ, গণিত, ওষুধ কিংবা নিখিল অধিকার!

তোমার বিজ্ঞানের হিরোশিমা ফিরিয়ে নাও!

গ্লোবাল ওয়ার্মিং ফিরিয়ে নাও!

দুর্ভিক্ষ-মারণাস্ত্র ফিরিয়ে নাও!
থাকতে দাও আমার বেঁচে থাকার
সেই সাম্য, অধিকার, প্রেমে, পুণ্যে, সুখে!
তোমার সাথে বুক মেলাতে ভয় হচ্ছে,
বুকে-হাতে লুকিয়ে রেখেছ কোন করোনা?
তোমাকে আমার দরকার নেই।
তুমি ফিরে যাও আপন মৃত্যুঘাটে,
ওহে ভোগবাদ!
ওহে বস্তুবাদ!

নিজেকে হারানো নেকড়ে

কুকুরের কাছে প্রেম নিবেদন করল নেকড়ে। কুকুর বলল, তোমার হিংস্রতা, দাঁত ও নখর দেখলেই আমি মরণ দেখতে পাই। কীভাবে তোমার সাথে প্রেম সম্ভব?

নেকড়ে বলল, আমার মা-বাবা ছিল অরণ্যের নেকড়ে। তারা দাঁত, নখর দিয়ে প্রাণীদের শিকার করে খেত। মা-বাবার সঙ্গ ত্যাগ করে একবার ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। একা ও বিচ্ছিন্ন আমাকে ধরে নেয় কিছু শিকারি। তারপর আমাকে নিয়ে যায় সার্কাসে। সেখানে নেকড়ে হয়ে আমি থাকলাম, কিন্তু নেকড়ের চরিত্র হারালাম। সার্কাসে আমি খেলা দেখাই। লোকেরা মজা নেয়। আমার দাঁত আছে, আছে নখর। কিন্তু তাতে নেকড়ের চরিত্র নেই; আছে নেকড়ের ছবি!

কুকুর বলল—তাই যদি হয়, তাহলে তুমি আর নেকড়ে নও। নেকড়ের বাহ্যিক রূপ তোমাতে থাকলেও নেকড়ের চরিত্র তুমি হারিয়েছ। তোমাতে আর কুকুরে তেমন ব্যবধান নেই। তুমি আমার ভালোবাসা পেতে পারো।

CamScanner

নেকড়ে কুকুরের ভালোবাসায় ধন্য বোধ করল। কুকুর তাকে কুকুরের দলে আমন্ত্রণ করল। নেকড়ে কুকুরের দলে থাকতে চায়, কিন্তু কুকুরদের সাথে সে মিশতে পারে না। নেকড়ের কান, নেকড়ের পশম, নেকড়ের থাবা, নেকড়ের ডাক তাকে কুকুরদের থেকে আলাদা করে রাখে। কুকুররা তাকে আপন করতে পারে না; ভয় পায়, সন্দেহ করে এবং তাচ্ছিল্য করে!

নেকড়ের মনে অনেক দুঃখ। তার অনেক সমস্যা। কুকুরদের সাথে সে মিশতে পারছে না। তাকে মিশতে দিচ্ছে না নেকড়ের ডাক, নেকড়ের রূপ, নেকড়ের চেহারা!

নেকড়েটি তাই নিজের প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করল সেই ডাক, সেই রূপ ও সেই চেহারাকে, যা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে একটি নেকড়ে হাজারো কুকুরের অধিক হয়ে থাকে!

কিন্তু সার্কাসনেকড়ের বড়োই দুঃখ, সে কুকুর হতে পারছে না!

ইবনুল ফরিদের উপলব্ধি

আজব এক সক্রিয়তায় আছি আমি

চোখ কথা বলে, জিহ্বা তাকিয়ে রয়!

কান উপদেশ দেয়, হাত মন লাগিয়ে শুনে!

একাকার হয়েও বোধগুলো থামছে না

এক হয়ে কাজ করছে সবাই, আর

রূপান্তরিত হচ্ছে বারবার!

সবকিছু দেখবে বলে কান হচ্ছে চোখ

সব সুর শুনবে বলে চোখ হচ্ছে কান!

CamScanner

প্রত্যাশিত উপহার

তোমার হাদিয়া পেলাম। একটি পেয়ালা। পেয়ালা ভরা বেদনা ও দীর্ঘশ্বাস। হ্যাঁ, সেরাটাই দিয়েছ।

কিন্তু যদি নির্জনতাও থাকত পেয়ালায়! সেটার দরকার। সবকিছু থেকে নির্জনতা। একেবারে গুহাবাসী হওয়ার সাফল্য।

এমনই, যেন সবাই জানে—নেই, অমুক নেই! যেন আমিও জানি—নেই, আমি নেই!

দিনলিপি

কে খুলেছিল হৃদয়ের খাতা, জানি না তো! বুক খুলে দেখতে পাচ্ছি—কে যেন স্বাক্ষর করে গেছে!

ঢেউ

আজ ঢেউয়ে ছিলাম বহুক্ষণ।

ভাবছেন, নদীতে?

- না।

তাহলে সাগরে?

- না।

ছিলাম আলোতে। আলো এক শক্তিকণিকা কিংবা এক ঢেউ। ঢেউয়ের স্পন্দন যত বাড়ে, আলোর শক্তিও বাড়ে সমান মাত্রায়!

ছোটো ছোটো ঢেউ তৈরি করে আলো। কিন্তু মহাশূন্যে একেকটি ঢেউয়ের বেগ সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার! প্রতি সেকেন্ডে কতগুলো ঢেউ তৈরি হয় আলোতে?

সেকেন্ডে যত ঢেউ তৈরি হয়, তাকে বলে ফ্রিকোয়েন্সি। বাংলায় বলে স্পন্দনসংখ্যা।

CamScanner

আমরা যে আলোতে দেখি, তার স্পন্দনসংখ্যা গড়ে প্রতি সেকেন্ডে ছয় কোটি বার।

সূর্যের সাদা আলো আছে, আছে লাল আলো। লাল আলো স্পন্দিত হয় সেকেন্ডে প্রায় চার কোটি বার। সবচেয়ে ছোটো ঢেউ তৈরি হয় সূর্যের বেগুনি আলোয়। কিন্তু তার স্পন্দনসংখ্যা অনেক বেশি। সে আলো সেকেন্ডে স্পন্দিত হয় প্রায় আট কোটি বার।

সূর্যের বেগুনি আলোর চেয়ে আরও হালকা ঢেউ অতিবেগুনি আলোর। এ আলো দেখা যায় না চোখে। কিন্তু তার উত্তাপ অনেক বেশি। গায়ে লাগলেই ঝলসে যাবে চামড়া। দেখা যায় যে আলো, তার চেয়ে এ আলোতরঙ্গের শক্তি অনেক বেশি।

কিন্তু এর চেয়েও শক্তিশালী ঢেউ তৈরি করে এ রশ্মি। তার ঢেউ শক্তিশালী, তবে অনেক ছোটো। এত ছোটো যে, দৃশ্য-আলোর তরঙ্গের ৫০০ ভাগের এক ভাগ হবে সে ঢেউ। কিন্তু তার চেয়েও হালকা ঢেউ তৈরি করে গামারশ্মি। এর শক্তি অনেক বেশি। দৃশ্য-আলোর চেয়ে গামারশ্মির শক্তি ৫০ হাজার গুণ বেশি।

তার মানে আলোর ভেতরে আছে আলো; আলো আর আলো। ঢেউয়ের ভেতরে আছে ঢেউ; ঢেউ আর ঢেউ।

কোথায় ঢেউ নেই—আকাশে, বাতাসে, মহাশূন্যে... সর্বত্র।

আলোর এই তরঙ্গলীলার গভীর ও গভীরতম মিল আছে হৃদয়জগতের সাথে। বলতে গেলে সেখানে আরও অধিক বড়ো, ছোটো, সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর তরঙ্গের জগৎ রয়েছে। সেগুলোর গতি ও শক্তি আলোর মতোই।

কিন্তু সেগুলো হৃদয়ে তৈরির কাজ নিজেকেই করতে হয়। ঢেউগুলো জাগাতে হয়, তাকে ক্রমেই নিবিড়, গোপন ও শক্তিমান করে তুলতে হয়। প্রতি সেকেন্ডে তার পরিমাণকে বাড়াতে হয়। গতি বাড়াতে হয়, জ্যোতি বাড়াতে হয়। এ কাজ যদি না হয়, হৃদয় হয়ে যায় আবর্তনহীন এক পোড়ো ভূমি। স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারের এক এরিয়া।

প্রশ্ন : সভ্যতার কাছে কী আছে? এ নিয়ে ঝগড়া করে কী লাভ?

বলে দিচ্ছি এককথা—

সভ্যতার কাছে আছে শিক্ষা।

সংস্কৃতির কাছে কী আছে তাহলে?

বিতণ্ডার কিছু নেই। সংস্কৃতির কাছে এককথায় আছে আলো!

শিক্ষার খাদ্য জ্ঞান, সংস্কৃতির খাদ্য ধ্যান।

শিক্ষা দেয় দুনিয়ার ওপর আধিপত্যের চাবি, ধ্যান দেয় নিজের ওপর আধিপত্যের শক্তি!

যদি তোমরা দুনিয়ার ওপর আধিপত্যে ব্যর্থ হও, প্রশ্ন করব—তোমরা কি আদৌ শিক্ষিত?

যদি তোমরা নিজের ওপর আধিপত্যে ব্যর্থ হও, প্রশ্ন করব—তোমরা কি আদৌ সংস্কৃতিবান?

জবাব দাও হে সমাজ! হে জীবনের যাত্রীদল!!

বস্তুগত শিক্ষা ও আত্ম

ইতিহাসে হাঁটছিলাম। অরণ্যের শিক্ষাবঞ্চিত ভূমিপুত্ররা এসে ঘিরে ধরল। তাদের প্রশ্ন অনেক। খুব ধারালো তাদের জিজ্ঞাসা।

তারা বলল, কে ইতিহাসে কলঙ্ক ছড়িয়েছে বেশি? অশিক্ষিত আমরা, না শিক্ষিত মানুষরা?

সত্যটা আমাকে বলতেই হলো এবং সেটা হচ্ছে—একশ্রেণির শিক্ষিত মানুষই কলঙ্ক দিয়ে কালিমাময় করেছে ইতিহাস!

যদি জানতে চাও, সেটা কেন? কেন একদল শিক্ষিত মানুষ অকল্যাণের বড়ো কারণ?

জবাব খুব সহজ। তারা লাভ করেছে বস্তুগত শিক্ষা। যার কাজ মানুষকে অধিকতর মহৎ করা নয়; অধিকতর দক্ষ করা। তারা দক্ষ হয়েছে, কিন্তু হারিয়েছে নিজের আত্মকে। আত্ম বা self হারানোর ফলে নিজের মানুষি অস্তিত্বকে সে হারায়। ফলে তার মধ্যে থেকে যায় পশুর অস্তিত্ব। যেহেতু পশুর এই অস্তিত্বটি শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ হয়েছে, তাই সে অনেক বেশি বিপর্যয় ডেকে আনতে পেরেছে।

এ বক্তব্য শেষ হতে না হতেই শিক্ষিতরা আমাকে ঘিরে ধরল। তাদের প্রশ্ন—শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ হওয়াটা কি তাহলে ভুল?

বললাম—দক্ষ হয়ে তোমরা নিজেকে সমর্থ বানিয়ে ভালোই করেছিলে। কিন্তু খারাপ যেটা করেছিলে সেটা হলো—নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলে।

তারা বলল—নিজেকে আমরা কোথায় খুঁজে পেতাম?

বললাম—শাশ্বতের সাথে সঠিক সম্পর্কে!

অন্ধত্বের খেসারত

আজ ভোরে পোস্ট করলাম দুটি চিরকুট। সেগুলো হচ্ছে—

১.কৃতজ্ঞতা

প্রফেসর ম্যাকইলকে প্রশ্ন করা হলো—কোন সেই জায়গা, যার কাছে ইউরোপ ঋণী?

ম্যাকইল বললেন, দুই জায়গা। একটি যীশুর জন্মভূমি জুডিয়া, যা ইউরোপকে দিয়েছে ধর্ম। আরেকটি রাসূল (সা.)-এর জন্মভূমি আরব, যা ইউরোপকে দিয়েছে রোম্যান্স!

২.স্রষ্টাতত্ত্ব

ইবনে রুশদের কাছে প্রশ্ন করা হলো, আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর একত্বের মহিমা উপলব্ধির জন্য কী করতে পারি?

তিনি বললেন, এনাটমি নিয়ে গবেষণা করো।

পোস্টের কমেন্টে কেউ কেউ লিখলেন, নাউজুবিল্লাহ!

তাদের ব্লক মারলাম। কমেন্টে মূর্খতা দেখলে ব্লক মারছি প্রায়ই।

কমেন্টকারীরা হয়তো ভেবেছিলেন, ইবনে রুশদ ও ম্যাকইলকে আমি ক্যারিকেচার করেছি। আমার অনুভূতির সমর্থনেই তারা এ বাক্য উচ্চারণ করে উভয়ের বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তারা আমার ভক্ত, আহা ভক্তযন্ত্রণা!

ম্যাকইলের বক্তব্যকে তারা ভুল বুঝেছেন। কারণ, চিন্তাবিদের বাক্য বোঝার যে কাণ্ডজ্ঞান, সেটা তাদের নেই। ম্যাকইল যে বলেছেন, ইউরোপ জুডিয়া থেকে পেয়েছে ধর্ম, এই ধর্ম মানে খ্রিষ্টধর্ম। কিন্তু তারা ধরে নিয়েছেন দ্বীন। তিনি যে বলেছেন, আরব থেকে ইউরোপ পেয়েছে রোম্যান্স, তারা একে ধরে নিয়েছেন প্রেম-পিরিতি। কারণ, তারা জানেন না, রোম্যান্স ও রোমান্টিকতা আসলে কী? এটি হচ্ছে কল্পনার উদ্দামতা, যা পশ্চিমা সাহিত্য ও শিল্পকে বিশেষভাবে মহিমান্বিত করেছে, বিশ্বময় প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

কিন্তু ধর্ম ও রোম্যান্সকে না বোঝায় ধর্মীয় অনুভূতির জায়গায় আঘাতের মতো কিছু একটা তারা অনুভব করেছেন এবং 'নাউজুবিল্লাহ' বলে অনুভর প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

অনুভূতির এই প্রকাশ ও আঘাত অনুভব করা তো খুবই ভালো। কিন্তু সমস্যা হলো, নিজেদের অজ্ঞতা থেকে যে আঘাত অনুভব করা হয় এবং অনুভূতির প্রকাশ করা হয়, সেটা ধর্মের মহিমাকে বড়ো করে না; প্রশ্নবিদ্ধ করে। প্রশ্ন উঠে, ধর্মের অনুসারীরা এমন কেন? কেউ ভাববেন না—নাউজুবিল্লাহ বলাকে আমি নিন্দা করছি। আমি নিন্দা করছি, যেখানে নাউজুবিল্লাহ বলার নয়; বরং আলহামদুলিল্লাহ বলা যেতে পারে। মানে যে বিষয়টা ইতিবাচক, সেই বিষয়টাকে অজ্ঞতার কারণে ধর্মবিরোধী হিসেবে ভাবার প্রবণতাকে।

CamScanner

মুসলিমদের মধ্যে এর মাত্রা এত বেশি, যা বলার নয়। ফলে যে কারণে ধর্ম ও ধর্মীয় অনুভূতির মরণদশা চলমান, সেইসব কারণের প্রতি ভ্রুক্ষেপ নেই। বেশিরভাগ চিল্লাচিল্লি করা হয় এমন কারণ নিয়ে, যা নিছক ভুল বোঝার ফল।

দেখুন, ইবনে রুশদের ব্যাপারটা। তিনি বলেছেন, আল্লাহর মহিমা বোঝার জন্য এনাটমি নিয়ে গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ উপায়। তিনি তো আল কুরআনেরই প্রতিধ্বনি করলেন মাত্র। কিন্তু লোকেরা বুঝল, কী সর্বনাশ! ডাক্তারদের বিষয়াদিকে যদি আল্লাহর পরিচয় লাভের ব্যাপার হিসেবে চিনিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে আমরা কী করব মসজিদ, মাদরাসা ও খানকায়?

আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, ডাক্তারদের ব্যাপার বলে এনাটমিকে দূরের বিষয় ভাবাটাই মূর্খতা। এনাটমির জন্মই হয়েছে মাদরাসা পড়ুয়াদের হাতে। এক হাজার বছর ধরে ডাক্তারি ছিল প্রতিটি জামেয়ায় আবশ্যিক পাঠ্য। চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতিটি শাখায় তাই যুগান্তকারী অবদানগুলো সূচিত করেছেন মুসলিমরাই। সেটা তাঁরা করেছেন আল কুরআনের প্রেরণা থেকেই, ইবাদত হিসেবেই।

আমরা এখন মুসলিম জ্ঞানকলাকে সংকোচিত করেছি। মনকেও করেছি ছোটো। দৃষ্টিকেও করেছি অর্ধান্ধ। ভাবনার বোধগুলোকে করে চলছি বিকল।

ফলে এনাটমির গবেষণায় আল্লাহকে চেনা যায়—এমন কথা ইবনে রুশদের মুখ থেকে শুনেও বলে উঠছি, নাউজুবিল্লাহ!

CamScanner

ঘটনার ভেতরে

মানবসেবা

ছেলেটি ছিল আত্মকেন্দ্রিক। টাকা আর খ্যাতিটাই তার কাছে সফলতা। ডাক্তারি পড়ছিল। হঠাৎ মনে হলো, ডাক্তারদের চেয়ে বেশি খ্যাতিমান সাহিত্যিকরা। অতএব, সিদ্ধান্ত নিল ডাক্তার নয়; সাহিত্যিক হবে। গেল মার্ক টুয়েনের কাছে। বলল—'আমি ডাক্তার হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মনে হলো, মানবজাতির অধিক উপকার করতে পারব সাহিত্যের দ্বারা। ডাক্তারি তাই ছেড়ে দিয়েছি। এখন সাহিত্যিক হয়ে মানবতার কল্যাণে ভূমিকা রাখতে চাই!'

মার্ক টুয়েন বললেন, 'তুমি ডাক্তারি পড়া বাদ দিয়ে মানবতার অনেক উপকার করেছ। এরপর আর নতুন করে কোনো উপকার না করলেও পারো!'

বৈশ্বিক সমস্যা

অব্রাহাম লিঙ্কন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। সাথে দুই সন্তান উইলি ও ট্রেড। তারা তুমুল ঝগড়া করছে। লিঙ্কন থামাতে পারছেন না।

লোকেরা জানতে চাইল, সমস্যাটা কী?

লিঙ্কন বললেন—'সারা দুনিয়ায় যে সমস্যা, সেটাই এখানে। আমার কাছে আখরোট আছে তিনটি। কিন্তু তারা উভয়েই দুটি করে পেতে চায়!'

উচ্চতর বিনিয়োগ

সে খুবই মেধাবী, কিন্তু অপরিশ্রমী। বিশেষজ্ঞ হতে চায় এবং এড়াতে চায় সাধনা। বলল—ওস্তাদ, একটি মাত্র সহজ পরামর্শ চাই, যা আমি মানবো এবং বিশেষজ্ঞ হতে পারব।

বললাম—শোনো, বিশেষজ্ঞ হওয়া জটিল কিছু নয়। এন্ডার্স এরিকসন ছিলেন বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। তিনি বলতেন, মাত্র দশ হাজার ঘণ্টার চেষ্টায় বেশিরভাগ বিষয়েই বিশেষজ্ঞ হওয়া যায়।

বিশেষজ্ঞ হতে বেশি কিছু নয়, মাত্র দশ হাজার ঘণ্টার আন্তরিক প্রচেষ্টা বিনিয়োগ করো!

জ্ঞানীর প্রকৃতি

সক্রেটিসের মনে হলো, দৈববাণী শুনছেন। প্রতিরাতেই শুনতেন একটি কথা। এক দেবদূত তাকে বলছেন—'সক্রেটিস, তুমি এই কালের সবচেয়ে জ্ঞানীজন!'

সক্রেটিস একে গ্রাহ্য করতেন না। ভাবতেন, এ নিছক স্বপ্ন!

কিন্তু নিয়মিতই যখন শুনতে থাকলেন কথাটি, একে গুরুত্ব না দিয়ে পারলেন না। সক্রেটিস কি তাহলে নিজেকে তাঁর কালের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী ভাবতে শুরু করলেন?

CamScanner

না। তিনি যাচাই না করে কোনো কিছু গ্রহণে রাজি নন। তিনি তখনকার গ্রিসে তন্নতন্ন করে খুঁজলেন জ্ঞানীদের। আশপাশের অন্য দেশে যতটা সম্ভব অনুসন্ধান করলেন। জ্ঞানীদের সাক্ষাৎকার নিলেন। কারও সান্নিধ্য গ্রহণ করলেন, কারও সম্পর্কে নিলেন সবিস্তার তথ্য।

অনুসন্ধানের এক পর্যায়ে সক্রেটিসের মনে হলো, তিনিই আসলে কালের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। ঘোষণা করলেন, 'দৈববাণীই সত্য। এই কালে আমিই সবচেয়ে বড়ো জ্ঞানী। কারণ, চারদিকে অনুসন্ধান করে দেখলাম, যারাই জ্ঞানী বলে একালে পরিচিত, তারা জানেন না যে, তারা কত কিছু জানেন না! কিন্তু আমি জানি, জগতের অসীম জ্ঞানসমুদ্রের তুলনায় আমি আসলে কিছুই জানি না!'

গুরুদক্ষিণা

শারীরিক সৌন্দর্য, পারিবারিক ঐতিহ্য বা বস্তুগত ধনাঢ্যতার এমন কিছুই ছিল না সক্রেটিসের—যা মানুষকে আকর্ষণ করতে পারে! কিন্তু প্লেটোর ছিল সবই। গ্রিসের রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থায় অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল তাঁর পরিবার। তাঁর আত্মীয়দের অনেকেই ছিলেন রাষ্ট্রের উচ্চপদে সমাসীন। পিতা এরিস্টন ও মাতা পেরিক্টিয়ন ছিলেন অভিজাত বংশধারার প্রতিনিধি। তখনকার সমাজের সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধার ভেতর দিয়েই অতিবাহিত হয় প্লেটোর ছেলেবেলা। ৪২৭ বা ৪২৮ খ্রিষ্টপূর্ব সালে জন্ম হয় তাঁর। বিশ বছর বয়সে লাভ করেন সক্রেটিসের শিষ্যত্ব। খুবই সুদর্শন ছিলেন তিনি। প্রশস্ত বুক আর বিস্তৃত কপোলের কারণে তাঁর নাম হয়েছিল প্লেটো। এই প্লেটো নাম এত যথাযথ হয় যে, এর নিচে ঢাকা পড়ে যায় তাঁর আসল নাম এ্যারিস্টক্লিজ! ক্রীড়া নৈপুণ্যে ছিলেন অসাধারণ। দুইবার লাভ করেন জাতীয় পুরস্কার। জাতির আশা ও আগ্রহের কেন্দ্রে ছিলেন প্লেটো।

CamScanner

সেই প্লেটো শিষ্য হলেন সক্রেটিসের, যার প্রতি দৃষ্টি দিত না কেউ-ই। যিনি জীবনে রচনা করেননি কোনো গ্রন্থও। আট বছর তিনি লাভ করেন সক্রেটিসের সান্নিধ্য। হতে চাইলেন সক্রেটিস; ব্যাস!

সমাজ, পরিবেশ, রাষ্ট্র সকল কিছুকেই তিনি দেখতে থাকলেন স্বতন্ত্র নজরে। শাসক চক্রের প্রতি ক্ষোভ নিয়ে বেরিয়ে গেলেন বাইরে। চষে বেড়ালেন দেশ-দেশান্তর। দশ বছর পরে ফিরে এসে নিজের বাগানবাড়িতে গড়ে তুললেন জ্ঞানকেন্দ্র 'আকাদেমি'; হয়ে উঠলেন দর্শনের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। রচনা করলেন অবাক, অবিস্মরণীয় ৩৫টি বই, যে বইগুলোতে কবি শেলির ভাষায়—সমন্বয় ঘটেছিল ঘনিষ্ঠ ও সূক্ষ্ম যুক্তিবাদ আর দৈববাণীর কবিত্বময় দীপ্তির। তিনি হয়ে উঠলেন চিরকালীন দর্শনের মহাপুরুষ। তাঁর হাতেই জীবন পেল সক্রেটিসের চিন্তা ও জীবন। দর্শনের চিত্রনাট্যে তিনি ছিলেন কাহিনি। নিজেই ছিলেন কাহিনিকার এবং নিজেই ছিলেন অভিনেতা। এমারসন ঠিকই বলেছেন, পশ্চিমা দর্শন আসলে প্লেটোর দর্শনের ফুটনোট।

এত ওপরে গিয়েছিলেন প্লেটো! কিন্তু নিজের পা রেখেছিলেন মাটিতেই। সকলেই তাঁকে বলত, মহান দার্শনিক।

কিন্তু তিনি বলতেন—'লোকেরা আমাকে দার্শনিক বলে বিবেচনা করে। কিন্তু আমি খুশি হতাম, তারা যদি আমাকে মহান সক্রেটিসের একজন গুণমুগ্ধ ছাত্র বলেই বিবেচনা করত।'

তিনি প্রায়ই বলতেন—'বর্বর না হয়ে আমি যে গ্রিক, দাস না হয়ে আমি যে স্বাধীন, আর নারী না হয়ে আমি যে পুরুষ—এর জন্য বিধাতার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি বিধাতার প্রতি সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ যে কারণে সেটা হচ্ছে—আমার জন্ম হয়েছে সক্রেটিসের কালে!'

CamScanner

শুধু জ্ঞান দিয়েই প্লেটো পারতেন না প্লেটো হতে। তিনি যেহেতু সক্রেটিস হতে চেয়েছিলেন, তাই প্লেটো হতে পেরেছিলেন। জগতের সেরা জ্ঞানী হয়েও তিনি ভুলে যাননি, তিনি কেবলই সক্রেটিসের ছাত্র। সেটাই ছিল তাঁর পরিচয়, তাঁর গৌরব!

সত্যকার গুরুরা জীবনভর গুরুদক্ষিণা দিয়ে যান!

দার্শনিক ও শাসক

আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট তখন অর্ধেক পৃথিবীর শাসক। ডায়োজিনিসের কাছে গেলেন একদিন। ডায়োজিনিস তখন পথের পাশে রোদ পোহাচ্ছেন।

আলেকজান্ডার বললেন, 'হে মহান! আমি আপনার কী সেবা করতে পারি?

ডায়োজিনিস বললেন, 'যে সেবাটি করতে পারো সেটা হচ্ছে, আমার নিকট থেকে সরে যাও। আমি রোদ পোহাব, একা!'

ছাগল ও দার্শনিক

ডায়োজিনিস একদিন জীবনের তাৎপর্য নিয়ে দার্শনিক আলোচনা করছিলেন। লোকেরা ক্রমেই সভা ত্যাগ করছিল। তারা বুঝতেছিল না কিছুই।

ডায়োজিনিস ভালো নাচতে পারতেন। তিনি শুরু করলেন নাচ ও বিবিধ দেহভঙ্গি। সবাই ফিরে এলো এবং সভায় বেড়েই চলল উপচে পড়া ভিড়।

ডায়োজিনিস বললেন—'হে ছাগলের দল! যখন আমি তোমাদের জীবনের মূল্য বোঝাচ্ছিলাম, তোমরা তাকে ভাবলে মূল্যহীন। কিন্তু যখন মূল্যহীন ও নিষ্ফল মজা দিতে লাগলাম, তখন তোমরা তাকে ভাবলে মূল্যবান!!'

দার্শনিক ও পাগলগণ

ভরা রোদ। দুপুরের শহর। ডায়োজিনিস প্রদীপ হাতে শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। লোকেরা বলল—'আপনি কি পাগল? দিনের আলোতে প্রদীপ হাতে ঘুরছেন?'

ডায়োজিনিস বললেন—'পাগল আর ভেজাল মানুষের অন্ধকার অরণ্যে আমি সুস্থ ও সঠিক মানুষটির তালাশ করছি। প্রদীপ জ্বালিয়েও কাউকে খুঁজে পাচ্ছি না!'

কুকুর ও দার্শনিক

ডায়োজিনিসকে লোকেরা কুকুর বলে গালি দিত। এমনকী যারা কাছের মানুষ, তারাও এমনটি বলতে দ্বিধা করত না।

যখন তিনি তা শুনলেন, বললেন—'আমাকে কুকুর বলে তারা মন্দ করেনি। কারণ, তারা আমার কামড় খেয়েছে। অন্য কুকুররা তাদের শত্রুদের কামড়ায়, আর আমি আমার বন্ধুদের কামড়াই। কুকুররা কামড়ায় আঘাত করতে, বন্ধুদের আমি কামড়াই সজাগ করতে, রক্ষা করতে।'

প্রজ্ঞা ও রহস্যের চোখবিষয়ক রূপকথা

আল বিরুনি সব বিদ্যাই শিখতে চান, যা তাঁর কালে বিদ্যমান ছিল। জ্যোতিষবিদ্যা তাঁকে শিখতে হলো জ্যোতির্বিদ্যার দাবিতে। তিনি ছিলেন তখনকার দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ এবং প্রফেসর ম্যাকাও-এর ভাষায়—সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

জ্যোতিষশাস্ত্রকে আল বিরুনি খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন না। কিন্তু তাতেও তিনি চেয়েছিলেন সর্বোচ্চ দক্ষ হতে। সব বিষয়েই সর্বোচ্চ

দক্ষ হতে হবে তাকে। অতএব, যেকোনো শাস্ত্রে আল বিরুনির দক্ষতার বিস্ময়কর প্রমাণ দেখতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন সুলতান মাহমুদ গজনি। একবার তাঁর ইচ্ছে হলো, জ্যোতিষী আল বিরুনিকে যাচাই করে দেখবেন।

একদিন সুলতান বসে আছেন তাঁর বাগানে অবস্থিত ঘরের ছাদে। পাশে ছিলেন আল বিরুনি। সুলতানের বালাখানায় ছিল চার দরজা। আল বিরুনিকে তিনি বললেন, প্রাসাদের চারটি দরজার মধ্যে কোন দরজা দিয়ে সুলতান বের হবেন, তা যেন তিনি গুনে ঠিক করে নেন। তারপর যেন সেটি এক কাগজে লিখে সুলতান মাহমুদের কম্বলের নিচে রেখে যান। আল বিরুনি অঙ্ক কষে বের করেন সুলতানের জিজ্ঞাসার জবাব এবং তা লিখে রাখলেন এক কাগজে। সুলতানের কম্বলের নিচে রেখে দিলেন কাগজটি।

সুলতান কী করলেন? চার দরজার কোনোটি দিয়েই বের হলেন না।

একজন রাজমিস্ত্রীকে তলব করলেন। তাকে দিয়ে পূর্বদিকের দেয়াল কেটে নতুন এক দরজা বানিয়ে নিলেন এবং সেই দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলেন। অতঃপর দেখতে গেলেন, কম্বলের নিচে রাখা কাগজে কী লিখেছেন আল বিরুনি! কাগজটি বের করে অবাক হলেন তিনি! এতে লেখা আছে—

> 'প্রাসাদের পূর্ব দিকের দেয়াল কাটিয়ে নতুন এক দরজা বানাবেন আপনি। বের হবেন সেই দরজা দিয়েই।'

সুলতান স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কী বিস্ময়কর ফলাফল! কিন্তু তিনি আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন, জ্যোতিষবিদ্যায় আল বিরুনিকে সর্বশেষ যাচাই কীভাবে করবেন!

আল বিরুনিকে তিনি ধাক্কা দিয়ে ছাদ থেকে ফেলে দিলেন। মৃত্যু অবধারিত।

CamScanner

কিন্তু সুলতান জানতেন, আল বেরুনি মারা যাবেন না। মশা-মাছি প্রতিরোধের বড়ো এক জালে তিনি আটকা পড়বেন। সেই জালের দিকেই তিনি তাঁকে ফেলেছিলেন।

আল বিরুনিকে উদ্ধার করা হলো জাল থেকে, অক্ষত ও সুস্থ অবস্থায়।

আল বিরুনি মোটেও অবাক হননি এ ঘটনায়। সুলতান বললেন, 'এত বড়ো ঘটনায় আপনি বিস্মিত নন?'

'মোটেও না।' আল বিরুনির সহজ জবাব। তিনি বললেন, 'আমি আগেই একে গণনা করে জেনেছিলাম।'

সুলতান তালাশ করলেন আল বিরুনির গণনার ডায়েরি। ভাগ্য গণনাসংক্রান্ত বিষয়ে আল বিরুনির দৈনিক নোটসমূহ এতে ছিল। ঘটনার দিনের ডায়রিতে আল বিরুনি যা লিখেন, তা দেখে হতভম্ব হয়ে যান সুলতান। তিনি লিখেছেন—'আজ আমি উঁচু জায়গা থেকে নিচে পড়ে যাব, কিন্তু গুরুতর কোনো আঘাত পাব না।'

আল বিরুনি জ্যোতিষবিদ্যার প্রতি ঈমান রাখতেন না। কিন্তু জানতেন, জ্ঞানের এমন স্তরও রয়েছে, যেখানে গেলে মানুষ ঘটমান বাস্তবতার অংশ হয়ে যায়। বিশ্বপ্রকৃতিতে নিহিত ইশারাসমূহকে বিশ্লেষণ করে আল বিরুনি যোগ্যতার সেই জায়গায় উপনীত হন, যেটা এ শাস্ত্রের সর্বোচ্চ পর্যায়!

তিনি বলতেন—'চোখ যখন জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় দক্ষ হয়ে উঠে, রহস্য তখন চোখের সামনে নিজ থেকেই হাজির হতে থাকে। রহস্যকে দেখার চোখ নিজের ভেতর থেকে জন্মাতে হয়। আমি প্রত্যহ নতুন নতুন চোখের জন্ম দিই!'

CamScanner

বাহ্যিকতা ও মনীষা

ইবনে হাইসাম শহরে বের হবেন। শিষ্যরা বলল—'দামি ও বাহারি আলখেল্লা পরে নিন।'

তিনি বললেন—'এসবের কী দরকার! এখানে লোকেরা আমাকে নিত্যই দেখে। এতে যা চেনার, চিনে নিয়েছে। দামি পোশাক দেখে আর কী চিনবে তারা? যে জীবন আমি যাপন করছি, সেটাই মূলত আমি। আমাকে তাই আমারই প্রতিনিধিত্ব করতে হবে, পোশাকের নয়।'

দূরের শহরে যাবে। তারা বলল, 'দামি ও বাহারি আলখেল্লা পরে যান!'

তিনি বললেন—'এসবের কী দরকার! ওখানে লোকেরা এমনিতেই আমাকে জানে না। হয়তো দেখতে পারবে একবার। কিন্তু দামি পোশাকে নিজেকে আড়াল করে নিলে তারা তো প্রকৃত আমাকে দেখতেও পারবে না; দেখবে কৃত্রিম পোশাকে ঢাকা আমার ডামিকে!'

বিপদ মূলত মনে

এ দেশের ঐশ্বর্যের বিবরণ গেল ইউরোপে। সোনা-দানা, হিরে-জওহর। গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ, গোয়াল ভরা গরু... ইউরোপের দিকে দিকে লোকেরা যেন রূপকার এই দেশের জন্য পাগল হয়ে গেল। সাগর পেরিয়ে তারা আসতে চাইল এ দেশে। ইউরোপ থেকে তখন এ দেশে আসতে হতো সাগরপথে। আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিমের আটলান্টিকের ওপর দিয়ে জাহাজ ভাসিয়ে যেতে হতো সোজা দক্ষিণে। ভয়াল সমুদ্রপথে এগিয়ে চলত জাহাজ। মহাদেশটির একেবারে সর্ব দক্ষিণে আছে এক অন্তরীপ। আটলান্টিক থেকে ভারত মহাসাগরে জাহাজ প্রবেশ করত এ অন্তরীপ দিয়েই। খুবই দীর্ঘ ছিল সেই পথ, পাড়ি দেওয়া ছিল খুবই বিপজ্জনক।

CamScanner

জাহাজ এখানে ডুবত প্রচুর, নাবিকরা পেত ভয়। এর নাম তারা দিয়েছিল 'The Cape of Strom' বা ঝটিকা অন্তরীপ। বারবার বিফল হচ্ছিল অন্তরীপ পাড়ি দেওয়ার প্রয়াস।

কেন বিফলতা

পশ্চিমারা খুঁজে বের করলেন অনেক কারণ। একটি কারণ ছিল—নাম। ঝটিকা অন্তরীপ নামটাই ভয় ধরিয়ে দেয়। অতএব, বদলানো হলো নাম; যেন নাবিকের মনে সঞ্চারিত হয় সাহস ও আশা। ইউরোপীয়রা এর নাম দিলেন উৎকৃষ্ট প্রত্যাশার অন্তরীপ—'The Cape Of Good Hope'!

ঝটিকা অন্তরীপ পরিণত হলো উত্তমাশা অন্তরীপে এবং ইউরোপীয়রা একে পাড়ি দিলেন অবিলম্বে। সাথে দিলেন একটি বার্তা—গন্তব্যে যদি যেতেই চাও, বিপদ কোনো সমস্যা নয়। বিপদ মূলত সেটাই, যা পথে নয়; আমাদের মনে ও ধারণায় দাঁড়িয়ে আছে। সে অনেক সময় প্রতিষ্ঠা পায় একটি নাম বা একগুচ্ছ বয়ানের ওপর—যা দিয়ে মনের ওপর আধিপত্য নিশ্চিত করে। মনের সমস্যা অতিক্রম করাটাই প্রথম কাজ। তারপর নাম বা বয়ান বদলে দেওয়া যাবে। বাইরের সমস্যা অতিক্রান্ত হবেই!

লক্ষ্য

দরিদ্র পরিবারের সন্তান গ্যাব্রিয়েল বউটন (Gabriel Boughton) যখন ডাক্তারি শিখতে মিশনারি বিদ্যালয়ে যান, শিক্ষক তাকে প্রশ্ন করলেন, কেন ডাক্তার হতে চাও?'

বউটন বললেন—'এতে আছে আয় ও সম্মান।'

শিক্ষক বললেন—'ঠিকই বলেছ, কিন্তু এ আয় ও সম্মান দিয়ে তুমি কী করবে, যা তোমার জাতির ভাগ্য পরিবর্তনে ভূমিকা রাখবে না?'

CamScanner

বউটন সিদ্ধান্ত নিলেন, এমন চিকিৎসক হবেন, যে আপন জাতির জন্য সৌভাগ্যের দরজা খুলে দেবে।

খুব ভালো ডাক্তার হলেন বউটন।

সুযোগ খুঁজছিলেন, কীভাবে শ্রেষ্ঠ কাজটি করতে পারেন তার জাতির জন্য! সুযোগটি করে দেয়—The United Company of The Merehants Trading To The East Indies. এটি ছিল ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্বকামী ইংরেজ কোম্পানি। বউটন কোম্পানিতে যোগ দেন। তিনি ছিলেন সুরাট ইংরেজ কাউন্সিলের হোপওয়েল নামক জাহাজের সার্জন।

তার ওপর এলো বিশেষ এক দায়িত্ব। সম্রাট শাহজাহানের কন্যা জাহানারার চিকিৎসা করতে হবে। জাহানারা কঠিন রোগে আক্রান্ত। সম্রাট চেয়েছেন ইংরেজ ডাক্তারের সহায়তা।

বউটন জাহানারার চিকিৎসা করলেন সর্বান্তকরণে। সুস্থ হলেন রাজকন্যা। সম্রাট চাইলেন বউটনকে দেবেন বিরাট পুরস্কার। কিন্তু বউটন ব্যক্তিগণ পুরস্কার গ্রহণে রাজি নন। তিনি চান, তার জাতির জন্য দেওয়া হোক একটি অনুদান।

সেটা কী

বউটন নিবেদন করলেন, পুরস্কারস্বরূপ ইংরেজদের যেন বাংলায় কুঠি স্থাপন এবং বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অনুমতি দেওয়া হয়।

ঐতিহাসিক স্টুয়ার্ট (Stewart)-এর দাবি—সম্রাট মঞ্জুর করেছিলেন বউটনের আবেদন এবং এটাই ছিল সেই দরজা, যা দিয়ে ইংরেজরা ক্রমে ক্রমে শাসক হয় ভারত উপমহাদেশের।

CamScanner

শুরুতে বউটন ছিলেন দরিদ্র ও অখ্যাত একজন। কিন্তু ভাগ্যকে চেয়েছিলেন বদলাতে। কেবলই নিজের ভাগ্য নয়; জাতির ভাগ্য বদলানোর মধ্যে দেখেছিলেন নিজের ভাগ্য বদল। প্রবল ইচ্ছা ও নিষ্ঠা নিয়ে তিনি অবশেষে খুললেন এক সাম্রাজ্য জয়ের দরজা। সাথে সাথে দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব দিয়ে কীভাবে লক্ষ্যপূরণ করতে হয়, এর নমুনা রেখে গেলেন তাদের জন্য, যারা বিশেষ কিছু করতে চায়!

কার্যকারণ

এক

ম্যাক্সিকোর মিকো হাকানরা বিশ্বাস করে, প্রথমে মাটি আর ছই দিয়ে মানুষ বানানো হয়। দেখা গেল, তাদের পানিতে ভেজালে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে। পরে লোহালক্কড় দিয়ে দুজন মানুষ বানানো হয়। তাদের নদীতে নামালে গোসল করেও অক্ষত থেকে যান। ফলে তারা হন মানুষের আদি পিতা, আদি মাতা।

সেই থেকে আমরা মানুষ, আমরা আসলে লোহালক্কড়!

প্রশ্ন হলো, 'মিকো হাকান'রা কী দেখে এবং কাদের দেখে এই বিশ্বাস গড়ে নিল?

উত্তর : শাসকশ্রেণির হৃদয়কে দেখে!

দুই

ফিলিপিন্স দ্বীপপুঞ্জের মিশিনাওয়ের অধিবাসী 'বাইলায়ান' নামক নেটিভদের বিশ্বাস, সবকিছুর শুরু হয় মেলু নামক বিশাল এক প্রাণীর দ্বারা। সে ছিল ধবধবে সাদা। দাঁত ছিল সোনালি, বসে থাকত মেঘের ওপর। তার গায়ে ময়লা জমল। সব ময়লা এক জায়গায় জমিয়ে রাখল, আর তা দিয়ে বানাল পৃথিবী। পরে যেসব ময়লা হাতে লেগে রইল, তা দিয়ে বানাল ছোটো ছোটো মানুষ।

CamScanner

প্রশ্ন হলো, বাইলায়ানরা দুনিয়া বানানোর ময়লাময় এ গল্প কীভাবে বানাল?

উত্তর : তাদের ধর্মীয় কর্তাদের মধ্যকার ময়লাময় হিংসাচর্চা দেখে!

তিন

বের্নিওর সাকারান এলাকার 'দায়াক' জনগোষ্ঠীর মতে, মানুষের স্রষ্টা হলো দুটি বড়ো পাখি। তারা গাছের কাঠ দিয়ে মানুষ বানাতে চাইল, পারল না। পরে পাথর দিয়ে মানুষ বানাল। কিন্তু পাথরের মানুষ কথা বলছিল না, তার শরীর থেকে ঝরছিল না রক্ত। ফলে ভিজে মাটি আর কুমপ্যাং গাছের রক্তলাল আঠা দিয়ে সাজাল মানবদেহ। সে কথা বলল এবং আঘাত করায় তার শরীর থেকে রক্ত ঝরল। পাখিরা তার নাম রাখল 'ত্যানাহকুমপক্ব'! তারা বুঝল—মানুষ মূলত কাঠ, পাথর ও রক্ত থেকে সৃষ্টি—কথা আর রক্তপাত তার মানুষ হওয়ার প্রমাণ।

প্রশ্ন হলো, দায়াকরা পাথর আর রক্তের এ আখ্যান সাজালো কীভাবে?

উত্তর : যখন তাদের মধ্যে একশ্রেণির হিংস্র পুলিশের উত্থান হলো!

চার

রাশিয়ার ফিনিশীয় লোকপুরাণের গল্প হলো, কাদামাটি দিয়ে ঈশ্বর মানবদেহ বানালেন। এরপর আত্মা আনার জন্য গেলেন স্বর্গে। কাদামাটির দেহ পাহারায় রেখে গেলেন কুকুরকে। শয়তান এসে কুকুরকে প্রতারিত করে কাদামাটির দেহে আবর্জনা ফেলে চলে গেল।

ঈশ্বর এসে দেখলেন, দেহটি আবর্জনায় একাকার। তিনি কী-আর করবেন?

সব আবর্জনা ভেতরে ঢুকিয়ে ভেতরের পরিচ্ছন্ন অংশকে বাইরে এনে জীবন্ত মানুষ বানিয়ে ফেললেন। সেই থেকে মানুষের বাইরের দিক চকচকে, ভেতরটা আবর্জনার ভাগাড়!

প্রশ্ন হলো, ফিনিশীয়রা এই গল্প বানাল কীসের ভিত্তিতে?

উত্তর : সিভিল সোসাইটির বুদ্ধিজীবীদের বাইরের ও ভেতরের বাস্তবতা দেখার ভিত্তিতে!

সীমাতিক্রম

টেনক্রেডো নেভেস ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হলেন। জনপ্রিয়তা ছিল তুমুল। নির্বাচনী প্রচারণাকে জমিয়ে দিতে বললেন—'পাঁচ লাখ ভোট আমার দল পাবেই পাবে! ঈশ্বরও যদি নেমে আসেন, আমার প্রেসিডেন্ট হওয়ায় বাধা দিতে পারবে না!'

নেভেস প্রচুর ভোটে জয়ী হলেন, কিন্তু পারলেন না প্রেসিডেন্ট হতে। ক্ষমতায় আরোহণের একদিন আগেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মরে গেলেন!

নেভেস চরম অসুস্থ অবস্থায় বলেছিলে—'ও ঈশ্বর! আমি জনপ্রিয় ঠিকই, কিন্তু তোমাকে বাধা দিতে পারলাম না! অনুনয়ও করতে পারলাম না। যেহেতু ভুলে গিয়েছিলাম মানুষ ও ঈশ্বরের জায়গা!'

ছাড় দেন, ছেড়ে দেন না

এগনোর মিরান্ডা কাজুজা ছিলেন কবি ও সংগীতজ্ঞ। তুমুল খ্যাতি ছিল তার। শৈল্পিকতা ও জনপ্রিয়তা সমান মাত্রায় তাকে দিয়েছিল বর্ণিলতা। একবার শো করছেন তিনি। অগণিত উপস্থিতি। তাদের সামনে নিজেকে আত্মবিশ্বাসী ও দৃঢ়চেতা হিসেবে দেখাতে চাইলেন। সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বাতাসে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—'খোদা, এটা তোমার জন্য।'

এরপর কাজুজার জনপ্রিয়তা আরও বেড়েছিল!

CamScanner

কাজুজো বত্রিশ বছর বয়সে ফুসফুস ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে চরম দুঃসহ অবস্থায় মারা যান!

মৃত্যুর আগে বলেন—'ঈশ্বর! ভেবেছিলাম তুমি আমাকে ছেড়ে দিয়েছ। কিন্তু আসলে তুমি ছাড় দিয়েছিলে, ছেড়ে দাওনি।

ঈশ্বর! জানতাম না তুমি এভাবে জবাব দেবে! জানতাম না, তোমার জবাব এত ব্যাপক!'

কিপলিং ও বিচার

রুডইয়ার্ড কিপলিং (১৮৬৫-১৯৩৬) ছিলেন বিখ্যাত ইংরেজ কবি, কাহিনিকার, শিশুসাহিত্যিক। নোবেলজয়ী এই সাহিত্যিক গ্রাহক ছিলেন বিশেষ এক পত্রিকার।

কিপলিং একবার খুব অসুস্থ ছিলেন। কাগজটি লিখল, মারা গেছেন কিপলিং!

ঘুম থেকে উঠে কিপলিং শুনতে পেলেন তার মৃত্যুসংবাদ! সবখানে চাউর হয়ে গেছে, কিপলিং আর নেই!

সকালে যখন হকার তার কাছে পত্রিকাটি নিয়ে এলো, তিনি বললেন— 'এ পত্রিকার গ্রাহকের তালিকা থেকে আমার নাম কেটে দাও! কারণ, মরা মানুষ পত্রিকা পড়ে না!'

বাস্তবতা

গামলাভর্তি মধু নিয়ে দাওয়াখানায় যাচ্ছে এক যুবক। ডাক্তার তার মধু দিয়ে ওষুধ বানান।

রাস্তা ছিল উঁচুনিচু, পিচ্ছিল। হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেল যুবক।

CamScanner

কাদায় পড়ে নষ্ট হয়ে গেল তার বহুদিনের জমানো মধু!

লোকেরা খুবই আফসোস করছিল। আহা! কত দামি মধু, কত পরিশ্রমে সঞ্চিত মধু!

যুবকটি মোটেও আফসোস করল না। নিরুদ্বেগ তার চেহারা। ধীর পায়ে এগোতে লাগল পাহাড়ের দিকে। নতুন করে মধুসঞ্চয় করবে সে!

একজন প্রশ্ন করল, 'এত মধু নষ্ট হলো, তোমার কোনো অনুতাপ নেই কেন?' যুবকটি বলল, 'সেরা মধুই আমি জমিয়েছিলাম। কিন্তু যে মধু মাটিতে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে, তার জন্য আফসোস করে হতাশায় আমি সময়কে নষ্ট করতে চাই না!'

সব মধু ওষুধের পেয়ালায় যেতে পারে না। কিছু মধু ধুলোয় মিশে নষ্ট হয়ে যায়।

অভিজ্ঞান

এক

এক বুদ্ধিজীবী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখা হতে থাকল তার প্রায় নিয়মিত কাজ। এটা যে বুদ্ধিজীবিতার ক্ষয়, সেটা বুঝতেন তার জ্ঞানী বন্ধুরা। তারা তার অনুষ্ঠানমুখরতা থামাতে উদ্যোগী হলেন। তারা বুদ্ধিজীবীর দরজার সামনে ব্যানার টানিয়ে দিলেন, এখানে প্রধান অতিথি পাওয়া যায়!

দুই

কার কাছে কী চাইতে হবে, বাঙালি এটা বুঝতে ভুল করে। আরও বেশি ভুল করে বাঙালি মুসলমান। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর কাছে তারা চাইল মিলাদ পড়ানো ও বক্তব্য প্রদান। জীবনের বড়ো একটি অংশ তিনি এসবে কাটিয়ে দিলেন; যা করার লোকের অভাব ছিল না দেশে।

CamScanner

তিন

ফররুখ আহমদ বলতেন—বামপন্থিরা সর্বনাশ করেছে সুফিয়া কামালের, আর ডানপন্থিরা সর্বনাশ করেছে দেওয়ান আজরফের। সুফিয়া কামাল অনুষ্ঠানে দৌড়াদৌড়ি করে মূলত নিজেকে হারিয়েছেন। আর দেওয়ান আজরফ প্রত্যহ প্রোগ্রামে যাতায়াত না করলে বাঙালি মুসলমানের দার্শনিক সংকট সমাধানে বহুগুণ বেশি ভূমিকা রাখতে পারতেন!

চার

আল্লামা ইকবালকে বলা হলো—এত এত প্রোগ্রাম হয়, আপনাকে দেখা যায় না কেন? ইকবাল বললেন, 'এমনিতেই আমি সময়ের অপচয় করি। তুমি কি চাও, যে ইকবাল দার্শনিক, আমি তারই অপচয় করে ফেলি?'

২০২০-এ ঢাকাই বুদ্ধিজীবী

খান, দান, মাথা ঘামান
জাতিকে করেন ধন্য
এখানে জন্ম নিতে
রাজি হয়েছেন তিনি—কী ভাগ্য!
তিনি দেখেন দুনিয়ার দুঃখ
করোনাকে ভ্যাকসিনে ঢোকাতে হবে
মানুষের ঘরগুলো কবর হয়ে গেছে
আমেরিকায় বর্ণবাদ
আফ্রিকায় অনাহার
হরিণ শাবকের মৃত্যু
আবহাওয়ার উত্তাপ
এশিয়ায় স্বৈরাচার

চারদিকে দুষ্টক্ষত!
তিনি আহা-উহু করেন
জনগণের কান্না
নারীর প্রতি অবিচার
হাতিকে বারুদ গেলানো হচ্ছে!
স্বচ্ছ চশমা সরিয়ে তিনি চোখের অশ্রু মোছেন
তিনি দেখেন, সব দেখেন
লুটপাট বিশ্বময়
সমুদ্রে দূষণ
মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তি
তিনি সব দেখেন আর আহা-উহু করেন
আকাশ থেকে পাতাল অবধি
দুঃখদের দেহ ও আত্মা
তিনি দেখে চলেন—
শুধু দেখেন না স্বৈরিতায় ক্রন্দসী
দুঃখী বাংলাদেশের মুখ!

হে সাদা পোশাক!

হে সাদা পোশাক,
তোমার চোখ থেকে পিছলে পড়ছে
হাওয়া বুঝে পাল খাটানোর ছলাকলা
মনের হুজরায় নিবিড় এখন
হালুয়া-রুটির মুরাকাবা!
কার সাথে রাত কাটাচ্ছ প্রিয়!
কার হাত ধরে ঘুরছ মায়াবিথিকার বনে?

বাড়িতে তোমাকে ইদানীং দেখাই যাচ্ছে না
তুমি কি বাড়ি ফিরবে না আজকাল?
তোমার বিছানা এখন আরশোলাদের হাট
তুমি ঘরে নেই
তোমার চৌকাঠের নিচে সাপের আস্তানা
তুমি ঘরে নেই
তোমার কাগজপত্রে উঁইয়ের শাসন
তুমি ঘরে নেই
পিতামহের কিশতি টুপি কেটে ফেলছে ইঁদুর
তুমি ঘরে নেই
এই তো সে ঘর
ক্ষুধা দিয়ে ইফতারি সেরে অশ্রুর তেলে হৃদয়ের সলতে জ্বালিয়ে রাত
কাটাতেন জনক তোমার
এখানেই উচ্চারিত হয় তোমার জন্মস্বর
এখন নিয়নবাতির ঝলমলে মুখ তোমার হৃদয় কেড়েছে আর
সেই জতুগৃহকে ভাবছ কবর?
স্বাধীনতার স্বাদ
প্রগতির মজা আর
থরথর করে চড় চড় করে রঙিন হাওয়ায়
উড়ার
ঘোরার
দুরন্ত ইচ্ছে ঘোড়ায়-
তুমি যে সওয়ার!
আহা!
আহা!

হে সাদা পোশাক!
বাড়িতে তোমাকে ইদানীং দেখাই যাচ্ছে না
তুমি কি ঘূর্ণিঝড়ের আগে বাড়ি ফিরবে না?

ন্যায় ও আইন

ওরা বলছে আইনের শাসনের কথা।

আইনের শাসন মানে যে আইন আসবে, সে শাসন করবে। হোক সে ভালো বা মন্দ। হোক সে চেঙ্গিজ, হালাকু, হিটলার বা মোদির আইন!

আমরা বলছি ন্যায়ের শাসনের কথা

ন্যায়ের শাসন হলো, শাসন ও আইনকে ন্যায়ভিত্তিক হতে হবে। ন্যায়ের হাতে থাকবে শাসনদণ্ড, আইন হবে তারই বিধি। শাসনব্যবস্থা হবে বিধির বাস্তবায়নকারী!

হালাকু বা সুচি-মোদির অভিপ্রায় তখন আইন হতে পারবে না!

আইনের শাসন কথাটাই একটা প্রতারণা; বিশ্বময় যার বাস্তবায়নে জোর দেওয়া হচ্ছে!

CamScanner

বিষগোলাপের বন

* তুমি যে বেঁচে নেই, এর প্রমাণ তোমার গতিহীন বেঁচে থাকা।

* খাদক খাবার খায়। কিন্তু কিছু খাবার এমন আছে, যা খাদককেই খেয়ে ফেলে!

* সাধারণ পাখিরা বেশি বেশি গান গেয়ে নিজের সুরের আভিজাত্যের জানান দেয়। কিন্তু কিছু অভিজাত পাখি নিজের সুরের আভিজাত্য রক্ষার জন্য অধিকাংশ সময় চুপ থাকে!

* যিনি আদর্শের সীমানায় আটকে থাকতে জানেন, আদর্শ তার গুরুত্বকে কোনো সীমানায় আটকে থাকতে দেবে না।

* সাফল্য আশীর্বাদই বটে। কিন্তু কিছু ব্যক্তির সাফল্য সমষ্টির জন্য বিপর্যয় বয়ে আনে!

* অনেকেই নিজের হৃদয়কে প্রচণ্ড লবণাক্ত করে দেয়। ফলে ভালোবাসার সাগরে থেকেও তৃষ্ণায় তাদের মরতে হয়।

* কার ব্যক্তিত্ব কেমন, তা বুঝিয়ে দেয় প্রতিকূল পরিস্থিতি। তখন যে যেমন প্রতিক্রিয়া দেখায়, তার ব্যক্তিত্ব অনেকটা তেমনই!

* বিপর্যয় দুনিয়াকে বিপন্ন করতে আসেনি, পথ দেখাতে এসেছে!

CamScanner

* শিক্ষার প্রকৃত মূল্য লুকিয়ে আছে সুষ্ঠুভাবে তার প্রয়োগের মধ্যে, ভালোভাবে তার জানার মধ্যে নয়।

* সময় একসময় ঝড়ো হাওয়ার অনুকূলে থাকে, সব সময় নয়!

* চিন্তামূলক প্রভাব সেটাই, যা খুবই সন্তর্পণে, সূক্ষ্মভাবে সমাজের একটি অংশের মনে ও জীবনে প্রবেশ করে!

* অপসংস্কৃতি সব সময় কুৎসিত মনের খাবার-পানীয় জুগিয়ে চলে, যাতে ভালো মনও কুৎসিত মনের অনুগত হতে পারে!

* যদি দাবি করো তোমার দুটি পা আছে, তাহলে পৃথিবীর বুকে পদচ্ছাপ রেখে প্রমাণ পেশ করো।

* স্বৈরাচারের কাছে চিন্তার মুক্তির মানে হচ্ছে—স্বাধীন চিন্তকের মাথাকে ধড় থেকে মুক্ত করা!

* মূর্খরা চায় সত্যকে তৈরি করবে। জ্ঞানীরা জানে, সত্যকে তৈরি করতে হয় না। বিশ্বপ্রকৃতিতে সত্য আগ থেকেই তৈরি হয়ে আছে; হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়ে তাকে শুধু খুঁজে নিতে হয়!

* ইসলাম জানে, কীভাবে নিজের উপস্থিতিকে অপরিহার্য প্রমাণ করা যায়, যখন তার উপস্থিতি প্রতিরোধ করাকে অপরিহার্য মনে করা হচ্ছে!

* ইসলামের সৌন্দর্য এমনই যে, যতই আপনি ইসলামের সৌন্দর্যে ডুবতে থাকবেন, ততই মনে হবে ইসলামের সৌন্দর্যের কমই গভীরে যেতে পেরেছেন।

* ইসলামের প্রতিপক্ষদের জন্য খারাপ পরিস্থিতি এই যে, ইসলামের জন্য খারাপ পরিস্থিতি বলে কিছু নেই! মুসলিমরা মনে করে, এই পরিস্থিতি খারাপ বা ওই পরিস্থিতি ভালো। কিন্তু সব পরস্থিতিতে ভালোকে নিশ্চিত করার সক্ষমতার ধারক হচ্ছে ইসলাম।

CamScanner

* ইসলামের প্রতি নির্ভর করা যেতেই পারে। কারণ, ইসলাম এই অপধারক মুসলিমদের ওপর নির্ভরশীল নয়।

* সত্যিকার গ্লোবালাইজেশন চাইলে ইসলামে আসাই যায়। কারণ, ইসলামের কাছে গোটা সৃষ্টিজগৎ আল্লাহর পরিবার। প্রাণ ও প্রকৃতির জন্য নিরাপদ গ্লোবাল সিস্টেম চাইলে ইসলামে আসাই যায়। কারণ, ইসলামে মানুষ এই গ্লোবাল সিস্টেম; নিখিল প্রকৃতিতে খলিফা ইনসাফের জিম্মাদার!

* ইসলাম যে জাহিলিয়াতি মানসিকতার উচ্ছেদ চায়, আজকের দুনিয়ায় অজ্ঞ ও হটকারী শ্রেণির মুসলিমদের কাছে সেটা ইসলামি মানসিকতা। ইসলাম যদি হাতে অস্ত্র নিতে পারত, এই বিকৃতির গোড়াকে সবার আগে কেটে ফেলত!

* ইসলামকে যারা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত সম্পত্তি বানায়, তারা পকেটে স্বর্গ ও নরক নিয়ে হাঁটে! যাকে ইচ্ছা স্বর্গে পাঠায়, যাকে ইচ্ছা নরকে ফেলে দেয়। তাদের স্বর্গ-নরক ইসলামের জান্নাত-জাহান্নাম নয়!

* একটি শ্রেণি ইসলামকে রাখে কেবল মুখে, এক শ্রেণি রাখে কেবল কর্মে, আরেক শ্রেণি বলে—ইসলাম আমাদের হৃদয়ে। কেবল মুখে যারা রাখে, তাদের ইসলাম সুন্দর কথামালা। কেবল কর্মে যারা রাখে, তাদের ইসলাম কিছু রীতি ও আচার। আর যারা ভাবে ইসলাম শুধু হৃদয়ের, তাদের ইসলাম বায়বীয় কিছু অনুভব।

* প্রকৃত ইসলাম হৃদয়ে শেকড় গাড়ে, কর্মে ফসল ফলায়, উচ্চারণ ও কথামালায় ছড়িয়ে দেয় পরিপক্ব সুঘ্রাণ!

* কুকুরটি কেমন, তা দেখে মালিকটি কে ও কেমন, তা দেখতে পারার নাম রাজনৈতিক দৃষ্টিশক্তি!

* কুকুরের বিচারে দুনিয়ার সবচেয়ে দরকারি ভাষণ—ঘেউ ঘেউ!

CamScanner

* কুকুর শাসন করতে চায় দাঁত ও নখ দিয়ে!

* সাম্রাজ্যবাদের হুক্কাহুয়া আর সিভিল সোসাইটির হুক্কাহুয়ায় পার্থক্য হলো—সাম্রাজ্যবাদ হুক্কাহুয়া বলে প্রতিধ্বনি চায়, আর সিভিল সোসাইটি হুক্কাহুয়া বলে প্রতিধ্বনি করে!

* ইলমওয়ালা (জ্ঞানসম্পন্ন) ব্যক্তিও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারেন, যদি তিনি হিলমওয়ালা (সহনশীল) হতে না পারেন।

* অবিচার ও বিপর্যয় পরস্পরে রক্তসম্পর্কের আত্মীয়!

* বিপদ আসাটা মূল সমস্যা নয়; মূল সমস্যা হচ্ছে, বিপদে দিশেহারা হয়ে যাওয়া!

* বুদ্ধিমান মানুষ দিয়ে লোকেরা সমস্যার সমাধান আশা করে। কিন্তু অধিকাংশ সমস্যার গোড়ায় বুদ্ধিমানরাই থাকে। সমাধানে থাকে তারা, যারা মহৎ ও বুদ্ধিমান!

* সমাধানের তালাশে লোকেরা যেখান থেকে পালায়, হতে পারে সমাধান সেখানেই লুকিয়ে আছে!

* আজকের সমস্যাটা গতকালের গর্ভে লুকিয়ে ছিল। আগামীকালের সমাধান আজকের গর্ভে লুকিয়ে আছে!

* সৌভাগ্য হতভাগার সামনেও আসে, কিন্তু ভাগ্যবানরাই কেবল একে ধরে রাখতে পারে।

* সবাই বলে, দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা। কিন্তু দিন-রাতে যত ঘণ্টাকে আমরা কাজে লাগাই, আমাদের দিন-রাত কেবল তত ঘণ্টা!

* তুমি যদি নিজের মতো করে নিজের পরিচয় না লিখ, অন্য কেউ তার মতো করে তোমার পরিচয় লিখবে!

CamScanner

* তুমি জ্ঞানের ভোক্তা। অতএব, লাইব্রেরি সন্ধান করছ। তুমি জ্ঞানের উৎপাদক হলে লাইব্রেরি তোমাকে সন্ধান করবে!

* গুলি করতে পারলেই যোদ্ধা হওয়া যায় না। যোদ্ধা হতে হলে জানতে হবে—কখন গুলি করতে হয়। কিন্তু ভালো যোদ্ধা হতে হলে আত্মস্থ করতে হবে গুলি না করেই জয় ছিনিয়ে আনার কৌশল!

* সমস্যাটি যেহেতু সাপ, তোমাকে সাপুড়ে হওয়া উচিত। সমস্যাটি চোর হলে তোমাকে পুলিশ হতে হতো!

* নিজেদের ভাগ্য বদলানোর জন্য ইসলাম বলে নিজেদের বদলাতে, আর অপদার্থ মুসলিমরা নিজেদের না বদলিয়ে ইসলামকেই বদলে দিতে চায়!

* খেয়ে-দেয়ে বেঁচে থাকলেই জন্তুর চলে। কিন্তু মানুষকে জানতে হয়, কেন সে খেয়ে-দেয়ে বাঁচবে?

* অজগর গরুটা গিলে তৃপ্ত হলো, ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু পুঁজিবাদ দুনিয়াটা খেয়েও তৃপ্ত হচ্ছে না!

* যেহেতু আমার জন্য দরজা খোলা হলো না, আমিই দরজা হয়ে গেলাম! আমার দরজা হতে পারাটাই তার তরফ থেকে দরজা উন্মোচন!

* মানুষ তার প্রশ্নের সমান চিন্তাবিদ।

* আমি স্বপ্ন দেখি হৃদয় দিয়ে, রাজনীতি তাকে নিজের পায়ের জুতা বানাতে পারে না!

* রাষ্ট্রের চোখে আমার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু নেই! আমি নাগরিক গণনায় আছি, নাগরিক অধিকার নেই।

CamScanner

* ব্যক্তিকে বাঁচাতে গিয়ে ব্যবস্থাকে যারা ডোবায়, তারা ব্যবস্থার দুশমন!

* ভক্তি দিয়ে যখন ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা হয়, সেটা চোখের ওপর কাদামাটির প্রলেপ লাগানোর কাজ করে!

* বুদ্ধিজীবী কখন বলদ হয়, এটা বুদ্ধিজীবী ছাড়া সকলেই দেখতে পায়।

* বন্যপ্রাণীদের সংগীতশিল্পী নেকড়ে!

* আমি যে বই লিখি, তা কলমের কালি ছাড়া লেখা যায় না। কিন্তু আমি যে বই, তা হৃদয়ের অশ্রু ছাড়া লেখা যায় না!

* দার্শনিকের কথা লোকেরা বুঝলে বলে—ওটা তো আমারই মনের কথা। না বুঝলে বলে—ওটা তো পাগলের কথা।

* সেই দার্শনিক বোকা, যে সবার জন্য সবারটুকু সহজেই বোঝে, নিজের জন্য নিজেরটুকু কষ্ট করেও বোঝে না!

* দার্শনিক মানেই সবার হয়েও কারও নয়। সে সবার জন্য কাজ করে, কিন্তু সবাইকে খুশি করার জন্য করে না। তার কাজের উপকার ভোগ করে সবাই, কিন্তু সে আক্রান্ত হয় সকল শ্রেণির হাতে। কারণ, তার চিন্তার তিরে প্রত্যেক শ্রেণিই নিজেদের নানাভাবে আক্রান্ত মনে করে!

* জনপ্রিয়তার কামনা আর দার্শনিকতা একসঙ্গে থাকতে পারে না। হয়তো জনতুষ্টির ইচ্ছা দার্শনিকতাকে খেয়ে ফেলবে, নতুবা দার্শনিকতা জনতুষ্টির অভিপ্রায়কে মেরে ফেলবে!

* দার্শনিকের চোখে সবার কাছে প্রিয় হওয়ার চেষ্টা প্রথম শ্রেণির অনৈতিকতা!

* দার্শনিক স্বভাব যে পেয়েছে, তার নিয়তি হলো—আচরণে সে চিরকাল শিশু-সরল থেকে যায়!

CamScanner

* সত্য একটি বাঘ হলে দর্শন সেই বাঘের থাবা!

* দার্শনিক জানেন, সমাজ ও সমকাল তাকে সাধারণত বুঝবে না। কারণ, তিনি সমাজ ও সমকালকে বোঝেন।

* দর্শন কী কাজের? সে তো কোনো রাষ্ট্র, রাজধানী, বিচারালয়, বিদ্যালয়, যানবাহন কিংবা সেতু-সড়ক বানায় না। কিন্তু দর্শনই তোমাদের গড়ে দিয়েছে রাষ্ট্র, রাজধানী, বিচারালয়, বিদ্যালয়, যানবাহন কিংবা সেতু-সড়ক বানানোর মন!

* লোকেরা ব্যস্ত জটিলতার ডালপালা নিয়ে—যা তারা দেখছে। দার্শনিক ব্যস্ত জটিলতার শেকড় নিয়ে, যা তারা দেখছে না!

* দুঃখ সাধারণত তত বড়ো হয় না, যত বড়ো হয় দুঃখের ছায়া!

* আমরা মূলত আমাদের সীমাবদ্ধতার চায়ের কাপে ডুবে থাকা একেক চামচ!

* ধর্মের বড়ো ক্ষতি ধর্মদ্রোহীরা করে না; ধর্মের প্রধান ক্ষতি ডেকে আনে ধর্মকে না বোঝা ধর্মান্ধরা!

* লোহার বেড়ি লাগানো হয় হাতে-পায়ে। সে মানুষকে বন্দি করে মাত্র। সোনা-রুপার বেড়ি লাগে মানুষের মনে। সে মানুষকে একেবারেই খেয়ে ফেলে!

* ইলিশের স্মৃতিচারণে কী লাভ সেই নদীর—যে মরে গেছে!

* ছা-পোষা লোকেরা কামনা করে শান্তি। লড়াকুরা উপড়ে দিতে চায় অশান্তির শেকড়!

* চারদিকে অন্ধকার—এটা বাস্তব। কিন্তু এর চেয়েও করুণ বাস্তব হলো, অন্ধকারেও ভেজাল ঢুকে গেছে!

CamScanner

* জীবন প্রতিদিন নতুন নতুন দুঃখ দিচ্ছে না। পুরোনো দুঃখের নবায়ন করছে মাত্র!

* যারা প্রাপ্য না পেয়ে কাঁদছ, জেনে রেখো, পাওনা টাকা পেতে হলে বারবার চাইতে হয়!

* জানাজা একই রকম কাফনের কাপড়ে বড়ো ও ছোটোর ভেদ মিটিয়ে দিতে চায়। কিন্তু লোকেরা ভাবে—জানাজায় জানা যায়, কে ছোটো আর কে বড়ো!

* যদি কখনো ডুবে মরি, সুগন্ধির ঝরনায় ডুবে মরব!

* নিজের শত্রুদের মাথা যদি গুঁড়িয়ে দাও, বোঝা যাবে তুমি প্রতিশোধ নিতে পারো। নিজের শত্রুদের মাথা যদি অধিকার করো, বোঝা যাবে তুমি জয় করতে পারো!

* এই যে চিন্তাহীনতা ও চিন্তা করতে না পারা, এর মূলে আছে চেপে বসা চিন্তাহীন শিক্ষা এবং সংস্কৃতির 'চিন্তাধারা'!

* লড়াই করলে আগামীকাল বিজয় আসবে—তা নিশ্চিত নয়। কিন্তু লড়াই না করলে আগামীকাল পরাজয় আসবে—তা নিশ্চিত!

* উপমহাদেশীয় মুসলিমরা ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি লড়াই করেছে। কিন্তু এখনও নিজেদের মনে ও শিক্ষায় পরম আদরে জারি রেখেছে ঔপনিবেশিক শাসন!

* বেশি অন্ধকারের সমাধান কম অন্ধকার নয়!

* আমার কাছে নিশ্বাস নেওয়ার মানে হচ্ছে নিজেকে পুনরুৎপাদন করা।

* ১৯৭১ গুরুত্বপূর্ণ। এর মানে হচ্ছে, আরও ১৯৭১ দরকার!

* খারাপ কিছুর জন্য বিশেষ ব্যক্তি বা ঘটনাকে দায়ী করে দায় সারা যায়। কিন্তু মুক্তি পেতে হলে খারাপ ব্যবস্থাকেও চ্যালেঞ্জ করতে হবে!

CamScanner

* অনেকেই ভাবে, শিল্প-সাহিত্যের মানুষ রাজনীতি নিয়ে মুখর হলে রাজনীতির অজু ভঙ্গ হয়। তারা মূলত রাজনীতিকে বোঝে না। অনেকেই ভাবে, শিল্প-সাহিত্যে রাজনীতি হাজির হলে শিল্প-সাহিত্যের অজু থাকে না। তারা মূলত শিল্প-সাহিত্যকে বোঝে না।

* বিদ্রোহের বিস্ফোরক ছাড়া স্বাধীন চিন্তা অর্থহীন!

* যে শিক্ষায় ভিক্ষার যুক্তি ও মানসিকতা লুকিয়ে থাকে, সে শিক্ষা স্বাধীন মন গড়তে পারে না!

* প্রদর্শনীমূলক সদ্‌গুণে এমন কিছু প্রকাশিত হবেই, যা সদ্‌গুণকে হীন প্রমাণ করবে!

* আগুন আসলে কী? সবচেয়ে ভালো বলতে পারবে অগ্নিদগ্ধরাই!

* রাত হলো আকাশ ও জমিনের গুপ্তরহস্যের বই। দিন হলো তার প্রচ্ছদ!

* শরীরকে বললাম, বলার ভাষা পেলে মানুষের কাছে তুমি কী বলতে? সে বলল—নিবেদন করতাম, প্রয়োজনের অধিক খাদ্য ও পোশাক দিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়ো না!

* বজ্র মাথায় পড়ার আগ পর্যন্ত লোকেরা তাকে মনে করে মেঘের ডাক!

* সংগ্রাম জীবনের এক বেলাভূমি, শান্তি আরেক বেলাভূমি। লোকেরা চায় শান্তির বেলাভূমি থাকুক, সংগ্রামের বেলাভূমি না থাকুক। কিন্তু ইতিহাস বলে, সংগ্রামের বেলাভূমি না থাকলে শান্তির বেলাভূমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়!

* সুবাতাসকে বললাম, তুমি থাকো কোথায়? সে বলল—তুফানের পরিশেষে!

CamScanner

* কোলাহলকে বললাম, তুমি বিরক্তিকর কেন? সে বলল—আমি শুধু শব্দ পেয়েছি, মর্ম পাইনি!

* যুগজ্বরে আক্রান্ত না হলে কাশির শব্দে চারদিক কাঁপানো যায় না। কিন্তু যুগজ্বরের নিরাময় না জানলে মৃত্যু অবধি কাশি থামানো যায় না!

* আসেন, সংক্ষিপ্ত হই! বিস্তারিত হওয়ার প্রয়োজনে!

* চমকপ্রদ কিছু বলার অভিপ্রায় অনিয়ন্ত্রিত হলে বড়ো জ্ঞানীও ব্রয়লার হতে থাকেন!

* আমার কাছে কিছু স্বপ্ন আছে। তোমরা ঘুমাচ্ছ বলে দেখাতে পারছি না। ঘুম থেকে জাগো, স্বপ্ন দেখাব!

* অনেকেই কমেন্ট করে, পড়াশোনা করে সেটা বোঝাতে। কিন্তু তাদের কমেন্ট বুঝিয়ে দেয়, তারা পড়াশোনা করে না!

* অযথা বকবকের প্রতিটি শব্দেই লেগে থাকে আত্মার অবক্ষয়ের দাগ!

CamScanner